জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

লেপার্ডের সঙ্গে লড়াই

নাতনি ও প্রিয় পোষ্যকে বাঁচাতে চিতাবাঘের সঙ্গে লড়াই ৬৪ বছরের প্রৌঢ়া দেবিকা শেরপার। পরে পালিয়ে যায় ওই চিতাবাঘটি। বৃদ্ধার লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়েছেন সকলে

ভারী বৃষ্টি

৮ জুলাই পর্যন্ত অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে। ৭০ থেকে ১০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। মৎস্যজীবীদের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি। বৃষ্টির থেকে রেহাই মিলবে উত্তরবঙ্গে

মধ্যমগ্রাম স্টেশনে হকার উচ্ছেদ হাইকোর্টের নির্দেশে স্থগিত হল

স্বাভাবিক থাকছে চিংড়িঘাটা উড়ালপুলের যান-চলাচল

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ৩২ ● ৩ জুলাই, ২০২৬ ● ১৮ আষাঢ় ১৪৩৩ ● শুক্রবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 22, Issue - 32 ● JAGO BANGLA ● FRIDAY ● 3 JULY, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

হকার উচ্ছেদ

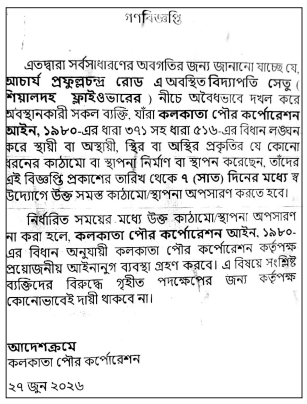

গণবিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, **আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড** এ অবস্থিত **বিদ্যাপতি সেতু** (**শিয়ালদহ ফ্লাইওভারের**) নীচে অবৈধভাবে দখল করে অবস্থানকারী সকল ব্যক্তি, যাঁরা **কলকাতা পৌর কর্পোরেশন আইন, ১৯৮০**-এর ধারা ৩৭১ সহ ধারা ৫১৬-এর বিধান লঙ্ঘন করে স্থায়ী বা অস্থায়ী, স্থির বা অস্থির প্রকৃতির যে কোনো ধরনের কাঠামো বা স্থাপনা নির্মাণ বা স্থাপন করেছেন, তাঁদের এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে স্ব উদ্যোগে উক্ত সমস্ত কাঠামো/স্থাপনা অপসারণ করতে হবে।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত কাঠামো/স্থাপনা অপসারণ না করা হলে, **কলকাতা পৌর কর্পোরেশন আইন, ১৯৮০**-এর বিধান অনুযায়ী কলকাতা পৌর কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপের জন্য কর্তৃপক্ষ কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।

আদেশক্রমে
কলকাতা পৌর কর্পোরেশন
২৭ জুন ২০২৬

৯ জুলাই পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ নয়, স্পষ্ট নির্দেশ দিল হাইকোর্ট

প্রতিবেদন : শিয়ালদা ফ্লাইওভারের নিচে হকার উচ্ছেদের নোটিশের উপর আপাতত ৯ জুলাই পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। কারণ, যে নোটিশ জারি করা হয়েছে, সেটা কলকাতা পুরনিগমের পক্ষ থেকেই জারি করা হয়েছে কি না, সেটাই স্পষ্ট নয় বলে আদালতে জানিয়েছেন মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী। সেজন্য পুরনিগমের

নোটিশ নিয়ে পুরসভার মিথ্যাচার ফের প্রমাণিত

মতামত জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। পুরনিগমের বক্তব্য শোনার পর ফের এই মামলার শুনানি হবে। যদিও এদিন কলকাতা পুরনিগমের আইনজীবী আদালতে বলেন, পুর প্রশাসক এই নোটিশ জারি করেছেন। এই ধরনের মামলা আসলে বেআইনি দখলদার দখলে মদত দেওয়ার জন্যই করা হয়েছে। অর্থাৎ পুরসভার আইনজীবী তাঁর সওয়ালের মধ্যেই বুঝিয়ে দিয়েছেন এতদিন কলকাতা পুরসভা লুকোচুরি খেলছিল। কোর্টে এসে কাদের নোটিশ তা স্পষ্ট হল। সেই কারণেই আদালতের নির্দেশ মেনে আইজীবী বলেন, কোর্টের নির্দেশ না-পাওয়া পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ হবে না।

শাহের দৌত্যেই বেইমানদের বেআইনি সাক্ষাৎ কমিশনে

প্রতিবেদন : অমিত শাহের নির্দেশেই দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনে দেখা করার অনুমতি পেয়েছে। নইলে এই বেইমানদের কেউ পাত্তা দিত না। অমিত শাহের কথাতেই বেআইনিভাবে এই মিটিংটা সেট করা হয়েছে। গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কারচুপি করেও যখন তৃণমূল কংগ্রেসকে দাবিয়ে রাখা গেল না, তখন তৃণমূলকে ভাঙার ষড়যন্ত্র করেছেন অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার দিল্লিতেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এভাবেই 'বালিশ পন্থী' তৃণমূলকে ধুয়ে দিলেন তৃণমূলের দুই সাংসদ সৌগত রায় ও সাগরিকা ঘোষ। তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য, কোনও

দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে সাংসদ সৌগত রায় ও সাগরিকা ঘোষ। ডানদিকে বিধানসভায় কুণাল ঘোষ।

দলের স্বীকৃত প্রতিনিধিরাই কমিশনের ফুলবেঞ্চের সঙ্গে সাক্ষাৎ কিংবা বৈঠক করতে পারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে তৃণমূলের চেয়ারপার্সন তারা তো কোনও মিটিং চায়নি! তবে এই বিক্ষুব্ধ বিধায়করা কীভাবে কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় পেল? আমরাই তো ঠিক করব, কে আমাদের দলের প্রতিনিধি! এখানে জ্ঞানেশ কুমারের কোনও ভূমিকা নেই! যে-কোনও লোককে নির্বাচন কমিশন অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে পারে? কোনও নির্দল বিধায়ক গিয়ে কমিশনের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক (এরপর ৬ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

লজ্জা

সময় কখনো থেমে থাকে না
সময়ের দাম অনেক।
সময় বাছছো,
ভয় দেখাচ্ছ
এটাই তোমাদের লক্ষ্য,
দাম্ভিকতা, অত্যাচারে
তোমরা পটু, দক্ষ।
আট ঘণ্টার বদলে
আগামী আট বছর
নিজেরা কোথায় থাকবে!
ভেবে দেখো প্রত্যুত্তর পাবে
লজ্জায় তোমরা মুখ ঢাকবে।

কোথায় অন্নপূর্ণার টাকা? রায়গঞ্জে পুরপ্রশাসককে ঘিরে বিক্ষোভ মহিলাদের। বৃহস্পতিবার।

কোন তথ্যের ভিত্তিতে তড়িঘড়ি অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হল : কোর্ট

প্রতিবেদন : তৃণমূলের তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট তড়িঘড়ি ফ্রিজ করে তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। অভিযোগ যদি শুধুমাত্র এই তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টকে ঘিরেই হয়ে থাকে, তা হলে অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ না করে তদন্ত করা যায় কিনা বুধবার তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। রাজ্যের কাছে তাঁর আরও প্রশ্ন, পরবর্তী তদন্ত কীভাবে হবে সেই বিষয়ে। তিনি

বলেন, ''অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়া হলে যদি সমস্ত টাকা বের করে নেওয়া হয় তা হলে কী হবে!'' একই সঙ্গে তদন্তে কী কী পাওয়া গেছে, কী কী তথ্য-প্রমাণ আছে রিপোর্ট দিয়ে জানাতে রাজ্যকে নির্দেশ দিলেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। আগামী বুধবার পরবর্তী শুনানি হবে। সম্প্রতি, তৃণমূলের তিনটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার বিরোধিতায় মামলা দায়ের হয় (এরপর ৬ পাতায়)

দুর্গাপুরে আদিবাসী কিশোরীকে গণধর্ষণ

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : রাজ্য সরকার যেদিন মহিলাদের সুরক্ষায় দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড চালু করল সেদিনই গণধর্ষণের ঘটনা সামনে এল দুর্গাপুরে। নতুন সরকার বড় গলায় ঘোষণা করেছিল, 'ভয় আউট ভরসা ইন'। কিন্তু বাস্তবে কোথাও কোনও ক্ষেত্রেই ভরসা মিলছে না! বিশেষত মহিলাদের নিরাপত্তা যে তলানিতে রাজ্যে একের পর এক শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের ঘটনাই তার প্রমাণ। মেলায় ঘুরতে গিয়েছিল এক কিশোরী। একা পেয়ে জঙ্গলের ভেতর নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে চার যুবক। ঘটনাটি দুর্গাপুরের। পুলিশ যদিও গ্রেফতার করেছে চারজনকে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,

ভরসা আউট!

পুলিশের হাতে গ্রেফতার অভিযুক্ত।

বুধবার রাতে দুর্গাপুর থানা এলাকার কমলপুরে মেলা চলছিল। সেখানেই ঘুরতে গিয়েছিল কিশোরীটি। তাকে একা পেয়ে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে টেনে নিয়ে গিয়ে চার যুবক ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। বিষয়টি জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে যায়। কিশোরীটিকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, অজয় সোরেন, লক্ষ্মণ রবীন বাস্কে, বুধন টুডু ও রাজু মান্ডিকে গ্রেফতার করেছে দুর্গাপুর থানার পুলিশ। চারজনই কিশোরীর প্রতিবেশী। বৃহস্পতিবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ধৃতদের ছয়দিনের পুলিশি হেফাজত দিয়েছে। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার (পূর্ব) রাসপ্রীত সিং বলেন, কিশোরীকে চার যুবক মিলে গণধর্ষণ করেছে বলে আমরা কিশোরীর পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ পাই। অভিযোগের ভিত্তিতে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিশোরী বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছে। আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না সেই নিয়েও তদন্ত চলছে।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

3 July, 2026 • Friday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

২০২০ সরোজ খান (১৯৪৮-২০২০)

প্রয়াত হন। বলিউডের সেলিব্রিটি কোরিওগ্রাফার। প্রতিটি নাচেই থাকত নতুন চমক, নতুন কোনও সিগনেচার স্টেপ। একটা সময়ে বলিউডে ছিল তাঁর একছত্র আধিপত্য। দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে, হাম দিল দে চুকে সনম, দেবদাস, জব উই মেট, মণিকর্ণিকার মতো ছবির নাচের দৃশ্যও উজ্জ্বল তাঁর কীর্তিতে। এক দো তিন... কিংবা ধক ধক গানের তালে নাচের দৃশ্যে আসমুদ্রহিমাচলে ঢেউ তুলেছিলেন মাধুরী দীক্ষিত। তার পিছনে কারিগর ছিলেন কোরিওগ্রাফার সরোজ খান। আসল নাম নির্মলা নাগপাল। বলিউডের সবাই অবশ্য তাঁকে মাস্টারজি নামেই চিনতেন। ১৯৫০ সালে মাত্র ৩ বছর বয়সেই ব্যাকগ্রাউন্ড ডান্সার হিসাবে কাজ শুরু করেছিলেন। তারপর থেকে ধীরে ধীরে বলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে তাঁর নাম। তাঁর বয়স তখন মাত্র ১৩, ৪১ বছর বয়সি গুরুজি সোহনলাল তাঁকে বিয়ে করেন। পরবর্তীকালে ১৯৭৫ সালে ব্যবসায়ী সর্দার রোশন খানকে বিয়ে করেন সরোজ খান।

১৮৮৩ ফ্রানৎজ কাফকা (১৮৮৩-১৯২৪) প্রাগে জন্মগ্রহণ করেন। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রভাবশালী লেখক হিসাবে বিবেচিত। তাঁর অধিকাংশ রচনা যেমন— 'ডি ফেরভান্ডলুঙ্গ' (রূপান্তর), 'ডের প্রোজেস্স' (পথানুসরণ), 'ডাস স্কোলস' (দুর্গ) ইত্যাদির বিষয়বস্তু এবং

আদর্শিক অভিমুখ আধুনিক বিচ্ছিন্নতাবোধ, মানুষের ওপর ক্ষমতাধর মানুষের শারীরিক এবং মানসিক নিষ্ঠুরতা, অভিভাবক-সন্তান সম্পর্কে সংঘর্ষ, আতঙ্কজনক উদ্দেশ্য চরিতার্থে ব্যস্ত এমন চরিত্র, মানবজীবনে আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ এবং রহস্যময় রূপান্তর— এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। কাফকা অস্তিত্ববাদ তত্ত্বকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। আজন্মলালিত অবসাদ প্রতিস্পর্ধী চোখে তাঁকে জরিপ করেছে বারবার। তাঁর হাতে ঝিকিয়ে ওঠে অস্ত্র। তরবারি নয়, বন্দুক নয়। আপাতনিরীহ একটি কলম। যার আঘাতে বারবার ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন তিনি। কখনও বা পালাতে চেয়েছেন নিজেরই কাছ থেকে। বারবার জামা টেনে ধরেছে সেই নাছোড় কলম। পালানো যেমন হয়নি, ফেরাও হয়নি কখনও। যে বিষাদসিন্ধুতে তাঁর নিত্য অবগাহন, তারই জল থেকে উঠে এসেছে অমৃতের সন্তানরা। কখনও যার নাম গ্রেগর সামসা, কখনও জোসেফ কে। আর তিনি, ফ্রানৎজ কাফকা, বয়ে চলেন দানিয়ুবের স্রোতের মতো। এক লেখা থেকে অন্য লেখায়। এক নারী থেকে অন্য নারীতে। বরাবর বিশ্বাস করে এসেছেন, তিনি লিখতে পারেন না। যা লেখেন, সবই ছাইভস্ম। তাই জীবনের শেষ লগ্নে এসে একদিন স্তূপীকৃত জঞ্জালের মতো নিজের প্রায় সমস্ত পাণ্ডুলিপি তুলে দিয়েছিলেন বন্ধু ম্যাক্স ব্রডের হাতে। বলেছিলেন, 'আমার মৃত্যুর পরে সব পুড়িয়ে দিও।' ম্যাক্স বন্ধুকে কথা দিয়েছিলেন বটে। ভাগ্যিস ম্যাক্স কথা রাখেননি!

১৯৯৭ রথীন মৈত্র (১৯১৩-১৯৯৭) মারা গেলেন। বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী। 'এ কলকাতার হরেক চিত্র/ এঁকে রাখছেন রথীন মিত্র।' আনন্দবাজার পত্রিকার 'কলকাতার কড়চা'য় দেখা দিয়েছিল এই ছড়া। শিল্পী রথীন মিত্রকে যাঁরা চিনতেন, তাঁরা এই দু'লাইনের মর্মার্থ বুঝতে পারবেন। এই দ্রুত বদলাতে থাকা শহরকে এঁকে রেখেছেন একজন শিল্পী। হগ মার্কেট, খিদিরপুর ব্রিজ, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা মাদ্রাসা, কার্জন পার্ক, স্পেনসেস হোটেল, টাউন হল— শহরের পুরোনো সব স্থাপত্য, ইতিহাসকে গেঁথে রেখেছেন রেখায়। রং ছাড়াই দিব্বি রঙিন ইতিহাসকে ফুটিয়ে তুলেছে সেইসব ছবি। নিছক শিল্পীর কাজ তো নয় এগুলি। রথীন মিত্র এমনই মানুষ। শিল্পীর পাশাপাশি তাঁর চোখটা ছিল ঐতিহাসিকেরও। দেরাদুনের বিখ্যাত দুন স্কুলে শিক্ষকতার পাট চুকিয়ে শেষে ফিরেছেন কলকাতায়। বয়স বাড়লে কারও কারও কর্মোদ্যোগ বেড়ে যায়। রথীন মিত্ররও তেমনটাই হয়েছিল। কলকাতা ছাড়াও এঁকেছেন দিল্লির ঐতিহাসিক স্থাপত্যের ছবিও। কী পরিচয়ে ডাকা যায় তাঁকে? চিত্রশিল্পী এবং ইতিহাস-ঐতিহ্যের আখ্যানকথক? হয়তো তাই। নব্বই পেরিয়ে যাওয়ার পরেও ঘরবন্দি হননি মানুষটি। ছুটে বেড়ানো তো তাঁর নেশা। অবশেষে এদিন ৯৫ বছর বয়সে নিজের স্কেচবুককে চিরতরে গুটিয়ে চলে যান তিনি।

১৯৩২ স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) প্রয়াত হন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য মহিলা সাহিত্যিক। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দশম সন্তান এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বোন। দীর্ঘ ত্রিশ বছর মাসিক ভারতী পত্রিকার লেখক ও সম্পাদক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর দীপ নির্বাণ (১৮৭০) উপন্যাসটি ব্যাপক প্রশংসিত হয়। তাঁর অন্যান্য রচনাবলির মধ্যে রয়েছে ছিন্ন মুকুল, স্নেহলতা বা পালিতা (১৮৯২-৩) এবং সম্ভবত তাঁর সবচেয়ে সেরা গ্রন্থ কাহাকে (১৮৯৮)। এ গ্রন্থটি The Unfinished Song নামে ইংরেজিতে অনূদিত হয়। স্বর্ণকুমারী দেবী ১৮৭৯ সালে গীতিনাটক বসন্ত উৎসব প্রকাশ করেন। সম্ভবত এটি ছিল বাংলায় লিখিত প্রথম অপেরা। তিনি বাংলায় সর্বমোট ২৫টি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯২৭ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদকে' ভূষিত হন। ১৯২৯ সালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন।

১৭৭৫ আমেরিকার বিদ্রোহের সময় কন্টিনেন্টাল আর্মির দায়িত্বভার নিলেন জর্জ ওয়াশিংটন। বেশ কিছুদিন আগেই এই পদ তাঁকে দেওয়া হয়। তবে এদিনই দায়িত্ব নিলেন তিনি।

আলোচনা সভা

নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একনিষ্ঠ সৈনিকদের সঙ্গে চা-চক্র ও আসন্ন ২১ জুলাই নিয়ে আলোচনায় তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদার। শ্রীরামপুর।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৭৫১

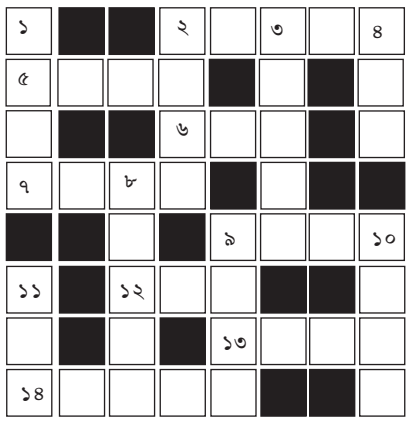

পাশাপাশি : ২. শোকাকুল ৫. জীবিত সাধুপুরুষ ৬. গোদুগ্ধ ৭. শিক্ষার পর্বসংক্রান্ত ৯. কল্পবৃক্ষবিশেষ ১২. অনুজ্জ্বল, দীপ্তিশূন্য ১৩. 'মা ও মেয়ে' উপন্যাসের মুখোপাধ্যায় লেখক ১৪. ছলনা।

উপর-নিচ : ১. স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ২. গোলমাল, হইচই ৩. নিমকহারাম ৪. যা দেখা গেছে, দৃষ্ট ৮. তিরস্কার, অবজ্ঞার সঙ্গে কড়া কথা বলা ৯. শিখ গুরুদের সম্বোধনে ব্যবহৃত ১০. কাঠিন্য ১১. হাজত, কারাগার।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৭৫০ : পাশাপাশি : ১. অলস ৩. উসকানি ৫. জলে জল বাধা ৭. তামাশা ৮. রসুই ১০. জীবনবল্লভা ১২. কাজভোলা ১৩. রণৎ। **উপর-নিচ :** ১. অপূর্বতা ২. সমাজশাসন ৩. উপজ ৪. নির্দ্বিধা ৬. লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ৯. ইন্দ্রজিৎ ১০. জীবিকা ১১. বদলা

২ জুলাই কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৩৬৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৪৩৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৭২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৩০৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৩০৭৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৫.৭৯	৯৩.৫৪
ইউরো	১০৯.৬৪	১০৭.১১
পাউন্ড	১২৭.৯৩	১২৫.০৫

নজরকাড়া ইনস্টা

■ মিমি দত্ত

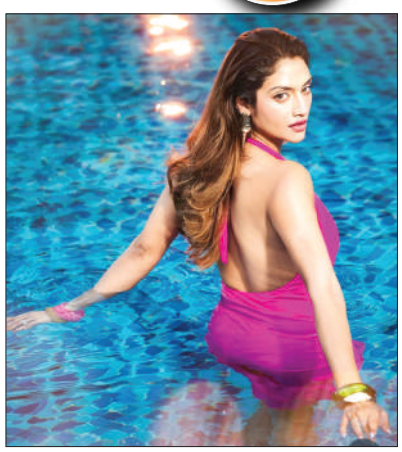

■ নুসরত

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও আকবর-ই-মশরিক প্রাইভেট লিমিটেড, ১০/৩, তালবাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed at AKHBAR-E-MASHRIQ PVT. LTD., 10/3, Talbagan Lane, Kolkata-700 017
Regd. No. WBBEN/2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

3 July, 2026 • Friday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৩ জুলাই ২০২৬
শুক্রবার

ডিজিটাল লাগেজ লকার সিস্টেম চালু শিয়ালদহ স্টেশনে। লাগেজের মাপ অনুযায়ী লকারকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কতক্ষণের জন্য লকারটি ভাড়া চাইছেন, সেটাও জানতে চাইবে যন্ত্র

ডিম ছুঁড়ে বিজেপির অসভ্যতা! স্পিকারকে চিঠি সাংসদ সৌগতর

পুলিশ এখন বিজেপির দলদাস, তোপ মহুয়ার

প্রতিবেদন : ভোট লুট করে জেতার পর থেকেই রাজ্য জুড়ে ন্যক্কারজনক রাজনীতি করছে বিজেপি। তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক, সাংসদদের লক্ষ্য করে ডিম ছুঁড়ে অসভ্যতা শুরু করেছে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। বুধবার নিজের সংসদীয় এলাকার কালীগঞ্জে কর্মিসভায় যোগ দিতে গেলে সাংসদ মহুয়া মৈত্রকেও জানালা দিয়ে ডিম ছোঁড়ে বিজেপির পোষা লুম্পেনবাহিনী। রুখে দাঁড়িয়ে 'তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ' স্লোগান তুলে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন লড়াকু সাংসদ। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে এর তীব্র নিন্দা করেন তৃণমূলের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়। ডিম-আক্রমণ নিয়ে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে চিঠিও পাঠালেন সাংসদ সৌগত। তাঁর সাফ প্রশ্ন, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা কি নিজেদের এলাকাতেও নিরাপদে যেতে পারবেন না? এর প্রতিকার কী?

এদিন তৃণমূল সাংসদ সৌগত বলেন, গতকাল আমাদের সাংসদ মহুয়া মৈত্রের উপর আক্রমণ হয়েছে। পুলিশ কোনও ব্যবস্থা না নিয়ে নীরব দর্শকের মতো দাঁড়িয়েছিল। মহুয়া মৈত্র একটা এফআইআর করেছেন। যদিও কী ব্যবস্থা হয়েছে, আমরা এখনও জানি না। এই নিয়ে আমি লোকসভার অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম। উনি সময় দিতে পারেননি। স্পিকারের এক প্রতিনিধির সঙ্গে কথা হয়েছে। আজকে আমি অধ্যক্ষকে একটা চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছি, নির্বাচিত সাংসদরা কি নিজেদের এলাকায় যেতে পারেন না? বিজেপির লোকজন তাঁদের এইভাবে বারবার আক্রমণ করবে? এই ব্যাপারে কি স্পিকারের কোনও পদক্ষেপ নেওয়া উচিত নয়? স্বাভাবিকভাবেই এখনও কোনও জবাব আসেনি। সময় লাগবে।

অন্যদিকে, এদিন কালীঘাটে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই ন্যক্কারজনক ঘটনার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সাংসদ মহুয়া মৈত্রও। বিজেপির উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে মহুয়া বলেন, গদ্দাদের ডিম ছুঁড়ছে না কেন বিজেপি? একজন মহিলা সাংসদ লক্ষ্য করে বিজেপির গুন্ডাদের এই অসভ্যতার ঘটনায় কেউ গ্রেফতার হয়নি! কারণ, পুলিশ এখন বিজেপির দলদাস। দাস কি কোনওদিন প্রভুকে জেলে ঢোকাবে? এটা তো প্রকৃতির নিয়মের বাইরে। ওরা ভেবেছে মহুয়াকে আক্রমণ করলে হয়তো আর এলাকায় আসবে না। নিজের এলাকায় আমি একশোবার যাব! বলে তীব্র চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন মহুয়া।

চলছে পুলিশের অন্যায়-অত্যাচার তবু মাথা নোয়াব না : অভিষেক

প্রতিবেদন : রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর চলছে পুলিশি অত্যাচার। স্বৈরতন্ত্রের নামান্তর। কিন্তু যা-ই ঘটুক না কেন, মাথা নোয়াব না। বৃহস্পতিবার সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টে স্পষ্ট বার্তা দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুলিশের হেনস্থার কথা বলতে গিয়ে অভিষেক বলছেন, বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ ও সিআইডি কোনওরকমের আগাম নোটিশ ছাড়াই তাঁর অফিসের অন্তত ২৫ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে ডেকে নিয়ে গিয়ে মানসিক অত্যাচার চালাচ্ছে। তাদের নূন্যতম আইনি সহায়তার সুযোগ না দিয়ে যখন ইচ্ছে তখনই তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জেরায় তাদের হুমকি দিয়ে, চাপ দিয়ে বলা হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা বিবৃতি দিতে হবে। এদের ফোন ট্যাপ করা হচ্ছে এমনকী মহিলা-সহ পরিবারের লোকজনদের হুমকি ও হেনস্থা করা হচ্ছে। অভিষেকের বক্তব্য, এটা রাজনৈতিক ভয়-ভীতি দেখানোর চরমতম রূপ। যে সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্যামেরায় ঘুষ নেওয়ার প্রমাণ রয়েছে, অসংখ্য সিবিআই মামলা রয়েছে— তিনিই এখন আমাকে টার্গেট করতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন। তাঁর স্পষ্ট কথা, যা পারো তাই করো, মাথা নোয়াব না।

ঘেরাও করা হল বেগড়ি পঞ্চায়েত অফিস

প্রতিশ্রুতি দিয়েও মেলেনি অন্নপূর্ণার টাকা, ডোমজুড়ে বিক্ষোভ মহিলাদের

ডোমজুড়ের বেগড়ি পঞ্চায়েত অফিসের সামনে বিক্ষোভ ক্ষুব্ধ মহিলাদের।

সংবাদদাতা, হাওড়া : অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পে টাকা না পেয়ে পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করলেন গ্রামের ক্ষুব্ধ মহিলারা। বৃহস্পতিবার দুপুরে ডোমজুড়ের বেগড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। এদিন ওই এলাকার কয়েকশো মহিলা বেগড়ি পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁদের অভিযোগ, গত মাসের প্রথম দিকে অফলাইনে অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পের ফর্ম পূরণ করে যাবতীয় তথ্য সহ পঞ্চায়েত অফিসে জমা দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও বুধবার থেকে উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকা শুরু হলেও তাঁদের অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পের কোনও টাকা ঢোকেনি। এই নিয়েই ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। তাঁদের অভিযোগ, অযথাই প্রশাসনিক ঢিলেমির কারণে এই অবস্থা হয়েছে। তাঁদের পরে ফর্ম ফিলাপ করেও কেউ কেউ এই প্রকল্পে টাকা পেয়েছেন। কিন্তু তাঁরা কেউই এই প্রকল্পে টাকা পাননি। বেগড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অধিকাংশ মহিলাই এখনও অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পে টাকা পাননি বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে উত্তেজনা বাড়তে থাকায় ছুটে যায় ডোমজুড় থানার পুলিশ। থানার পুলিশ আধিকারিকরা উত্তেজিত জনতাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। এরপর ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে দীর্ঘক্ষণ পরে বিক্ষোভ উঠে যায়।

চলছেই নামবদলের রাজনীতি উইনার্স হল দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড

প্রতিবেদন : ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প, প্রতীক ও উদ্যোগের নাম বদল নিয়ে সরব হয়েছে রাজ্যের বিজেপি সরকার। সেই তালিকায় এবার যুক্ত হল রাজ্য পুলিশের নারী নিরাপত্তা বাহিনীও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের আমলে চালু হওয়া 'উইনার্স'-এর পরিবর্তে চালু হল 'দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড'। সরকারের দাবি, নারী নিরাপত্তা জোরদার করতেই এই নতুন উদ্যোগ। কিন্তু প্রশাসনের একাংশের প্রশ্ন, নাম আর উর্দির রঙ বদল ছাড়া নতুন কী? তাঁদের দাবি, যে উদ্দেশ্য নিয়ে 'উইনার্স' বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল, সেই একই কাজই এখন নতুন নামে করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী 'দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড'-এর উদ্বোধন করে জানান, নারী নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়েছে। প্রতিটি জেলা ও কমিশনারেটে এই বাহিনী কাজ করবে এবং তাদের জন্য ২১৩টি মোটরসাইকেলও দেওয়া হয়েছে। তবে প্রশাসনের একাংশের বক্তব্য, নতুন কাঠামো, অতিরিক্ত জনবল বা পৃথক কার্যপদ্ধতির ঘোষণা ছাড়া কেবল নাম পরিবর্তনকে নতুন প্রকল্প বলা কতটা যুক্তিযুক্ত, সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। বিরোধীদের অভিযোগ, আগের সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও উদ্যোগের নাম বদল করাই বর্তমান সরকারের অন্যতম রাজনৈতিক কৌশল হয়ে উঠেছে।

জরুরি ভিত্তিতে শুনানির নির্দেশ

প্রতিবেদন : এসআইআর প্রক্রিয়ায় বাদ গিয়েছে নাম। এরপর ট্রাইবুনালের দ্বারস্থ হন ভারতীয় সেনার অগ্নিবীর হিসাবে নিয়োগের এক পদ প্রার্থী আকাশ সরকার। কিন্তু সেখানেও বিলম্ব। বাধ্য হয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। এরপরেই বিচারপতি বিভাস পট্টানায়ক নির্দেশ দিয়েছেন, এই আবেদন জরুরি ভিত্তিতে শুনানি করতে হবে। বুধবার এই সংক্রান্ত মামলায় কোচবিহারের এসআইআর প্রক্রিয়ার আবেদনের নিষ্পত্তিতে গঠিত অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালকে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

গার্ডেনরিচে নাবালিকা ধর্ষণ

প্রতিবেদন : খাস কলকাতায় ফের গণধর্ষণের অভিযোগ। ১৬ বছরের কিশোরী নিজের বাড়িতেই একাধিকবার ধর্ষণের শিকার। অভিযোগ, গত মার্চ এবং এপ্রিল মাসের দু'দিন কিশোরীর বাবার দুই পরিচিত যুবকের যৌন লালসার শিকার হতে হয় নাবালিকাকে। ধর্ষণের পর কিশোরীর নগ্ন ছবি তোলা হয় বলেও অভিযোগ। ঘটনা জানাজানি করলে নগ্ন ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকিও দিত অভিযুক্তরা। সম্প্রতি রাজাবাগান থানায় ইমরাজ মোল্লা ওরফে রাজা মোল্লা এবং ইসলামুদ্দিন মণ্ডল নামে দুই যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতার বাবা। গার্ডেনরিচ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নির্যাতিতার শারীরিক পরীক্ষায় মেলে ধর্ষণের প্রমাণ। এরপরই ইমরাজ এবং ইসলামুদ্দিনকে গ্রেফতার করা হয়। ইমরাজ (২৩) ও ইসলামুদ্দিন (৩৬) দু'জনই কলকাতার নাদিয়ালের সাতঘড়া লেনের বাসিন্দা। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও নানা তথ্য পাওয়া যাবে বলেই আশা তদন্তকারীদের।

দু'মাস হয়েছে সরকারের, বিশ বাঁও জলে প্রাথমিক ও স্পেশাল এডুকেটর নিয়োগ

প্রতিবেদন : কথা ছিল ভোট পর্ব মিটলেই ত্বরান্বিত হবে স্পেশাল এডুকেটর নিয়োগ প্রক্রিয়া। পূর্বতন সরকারের আমলে নিয়োগের ক্ষেত্রে অর্ধেকের বেশি কাজ সারা হয়ে গিয়েছিল । কিন্তু নির্বাচনী বিধি চালু হয়ে যাওয়ায় এই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়েছিল। নির্বাচনের পরে এমনকী সরকার গঠনের দু'মাস পরেও সেটা চালু হল না।

প্রাথমিক স্কুলে স্পেশ্যাল এডুকেটর নিয়োগের প্যানেল প্রকাশ করত পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। কিন্তু নির্বাচনী বিধির জন্য সেখানেও আটকে যায় বিষয়টি। ইন্টারভিউ প্রক্রিয়াও শেষ। শুধু প্যানেল প্রকাশ বাকি। আর সেখানেই থমকে গিয়েছে পুরো প্রক্রিয়া। নতুন সরকার সদিচ্ছাই দেখাচ্ছে না। এদিকে ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের দুই মাস পার হওয়ার পরও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকায় ক্ষোভে ফেটে পড়ছেন হাজার হাজার চাকরিপ্রার্থী। স্পেশাল এডুকেটর পদগুলির অভাবে রাজ্যের হাজার হাজার বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন শিশু যখন উপযুক্ত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তখন সরকারের এই চরম উদাসীনতা ও ঢিলেমি শিক্ষাব্যবস্থাকে এক গভীর সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিজেপির এই দুই মাসের নিষ্ক্রিয়তা প্রমাণ করে দিল যে, তাঁরা কেবল ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করতেই অভ্যস্ত, যুবসমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁদের কোনও মাথাব্যথা নেই।

সম্পাদকীয়

3 July, 2026 • Friday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নোটিশে প্রমাণিত

হকার উচ্ছেদ নিয়ে কলকাতা পুরসভা তথা বিজেপির মিথ্যাচার প্রকাশ্যে চলে এল। শিয়ালদহ ও সুকান্ত সেতু চত্বর এলাকায় একটি উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। নোটিশের তলায় কলকাতা পুরনিগমের নাম থাকলেও কোনও স্বাক্ষর ছিল না। স্বভাবতই হকাররাও এরকম নাম-গোত্রহীন একটি নোটিশে বিপাকে পড়েছিলেন। যদিও তাঁরা জানেন বিজেপির সৌজন্যেই এসব নোটিশ পড়ছে। এবং গরিব মানুষের রুটি-রুজি কেড়ে নিতে সব ধরনের চক্রান্ত চলছে। বিজেপি বা পুরসভা একবারও স্বীকার করেনি এটি পুরসভার তরফেই দেওয়া হয়েছে। কেন বিজেপি বলছি? কারণ কলকাতার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুর-কমশিনার তথা প্রশাসক বিজেপির কথাতেই আপাতত উঠছেন এবং বসছেন। তিনি কোথাও বলেননি এটি পুরসভার নোটিশ নয়। আবার যে বিজেপি বেশিরভাগ উচ্ছেদের দায় রেলের উপর চাপিয়ে রুটি-রুজি কাড়ার অপরাধ ঘাড় থেকে নামাতে চেয়েছিল, তারাও একটি শব্দ উচ্চারণ করতে পারেননি। অথচ সকলেই জানত এই উচ্ছেদ নোটিশ বিজেপি স্পনসর্ড পুরসভার। কিন্তু বৃহস্পতিবার হাটে হাঁড়ি ভাঙল উচ্ছেদ সংক্রান্ত মামলায়। এই মামলায় পুরসভার আইনজীবী উচ্ছেদের পক্ষে সওয়াল করেছেন। স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে উচ্ছেদই লক্ষ্য। শহর সাফাই হবে গরিব মানুষের জীবন-জীবিকা কেড়ে নিয়ে, তাদের রাস্তায় বসিয়ে দিয়ে। যে মহাপাপ এই বিজেপি ক্ষমতায় আসার দেড় মাসের মধ্যে করতে শুরু করেছে তা মানুষ বুঝুন, দেখুন এবং অনুভব করুন। গরিবের সরকার নয়। কেন বিজেপিকে বড় লোকেদের সরকার বলা হয় তা আর একবার প্রমাণ করে দিয়ে গেল এই উচ্ছেদ নোটিশ।

e-mail থেকে চিঠি

গোয়ালঘরে গুঁতোগুঁতি চলছেই

সরকার ক্ষমতায় আসার পরও পূর্ব বর্ধমানে বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল থামার লক্ষণ নেই। এতদিন ভিতরে ভিতরে ক্ষোভ তৈরি হচ্ছিল। কয়েকদিন আগে রাতে সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে যায়। মেমারিতে বিধায়কের অফিসে দলের এক গোষ্ঠী ভাঙচুর চালায়। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘক্ষণ ধরে হাতাহাতি চলে। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। মেমারিতে দলের তিনটি গোষ্ঠী সক্রিয় রয়েছে। তারমধ্যে দু'টি গোষ্ঠী আলাদাভাবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালনের ডাক দিয়েছে। শোনা যাচ্ছে, তা নিয়েই মূলত দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। রাতের দিকে দু'পক্ষ বিধায়কের অফিসের সামনে জমায়েত হয়ে হাতাহাতিতে জড়িয়ে যায়। একদল বলছে, যখন দলের ঝান্ডা ধরার জন্য কাউকে পাওয়া যেত না তখন থেকে সংগঠন বিস্তারের কাজ করছি। এখন যদি কেউ দলের ভাবমূর্তির ক্ষতি করার চেষ্টা করে তাহলে মেনে নেব না। এসব বলছে বটে, ওদিকে তোলাবাজি চলছেই। কালনা, জামালপুর, বর্ধমান সহ বিভিন্ন এলাকাতেই দলের অন্দরমহলে টানাপোড়েন চলছে। পুরনো কর্মীদের বক্তব্য, যাঁরা এলাকায় থেকে দুর্দিনে সংগঠন বিস্তারের কাজ করেছেন তাঁদের অনেকেই ব্যাকফুটে চলে গিয়েছেন। অন্যদিকে, এখন যারা ভাবছে সর্বেসর্বা তারা অনেকে রাতারাতি বড়লোক হওয়ার চেষ্টা করছেন। অনেকের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ উঠছে। ভোটের ময়দানে তাঁদের খুব বেশি দেখা যায়নি। সংগঠন শক্তিশালী করার ক্ষেত্রেও তাঁদের বড় ভূমিকা ছিল না। অথচ এখন তাঁরা পুরনোদের সরিয়ে সংগঠনের রাশ ধরতে চাইছে। পুরনোদের পক্ষে সেটা মানা সম্ভব হচ্ছে না। তাতেই দ্বন্দ্ব বাড়ছে। গোয়ালঘরে তাই গুঁতোগুঁতি।

— অপর্ণা মাহাতো
সাতগাছিয়া বাজার, মেমারি, পূর্ব বর্ধমান

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

এরা কারা, চিনে নিন
মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিন

■ **একটা কথা স্পষ্ট করে কানে ঢুকিয়ে নিন।**

■ **যাঁরা আজকে নিজেদের 'আসল' বলে দাবি করছেন, দু'মাস আগে কমিশনে তাঁরা যে হলফনামা দিয়েছিলেন, তার নির্দিষ্ট দু'টি ফর্মে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সই ছিল।**

■ **আজকে ভাড়াটিয়া নিজেকে বাড়ির মালিক বলে দাবি করলে কী হবে?**

■ **আসলে বিজেপি ওদের পেছনে রামমন্দির থেকে প্রণামী লুটের টাকা ঢালছে।**

লিখছেন **অনির্বাণ সাহা**

সন্দেহ নেই, অমিত শাহের কথাতেই 'নিয়ম-বহির্ভূত' ভাবে ঋতব্রত এন্ড কোম্পানিকে ডেকেছিল কমিশন।

এর পেছনে রামমন্দিরে অনুদান চুরির টাকা থাকলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

ঘটনাক্রমেই বিষয়টা পরিষ্কার—

জ্ঞানেশের মাধ্যমে শাহ-ই এখন কমিশন চালান। ঋতব্রতদের সঙ্গে কমিশনের বৈঠকও হয়েছে তাঁর কথাতেই।

স্পষ্টতই অমিত শাহ দল ভাঙানোর খেলায় মেতেছেন।

রামমন্দিরের টাকাও মেরেছেন অমিত শাহরা।

বুঝতে অসুবিধা হয় না, ওই রামমন্দির থেকে চুরি করা টাকাতেই এখন দল ভাঙানোর খেলা চলছে।

কেন এই চাটনব্রতদের সঙ্গে ভ্যানিশ কুমারের বৈঠক অসাংবিধানিক ও অবৈধ?

কমিশনই জানিয়েছিল, কোনও রাজনৈতিক দলের স্বীকৃত প্রতিনিধিরাই শুধু কমিশনের সঙ্গে দেখা করতে পারবে। তা হলে ঋতব্রত-সন্দীপন দল থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পরেও কেন তাঁদের ডাকা হল?

ওরা কী করে কমিশনের সঙ্গে দেখা করার সময় পেল?

যে নেতাদের তৃণমূল বহিষ্কার করেছে, তাদেরকেই কেন বেছে বেছে কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করতে বসানো হল?

কমিশনই তো জানিয়েছিল, শুধু স্বীকৃত প্রতিনিধিরাই দেখা করতে পারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসই তো ঠিক করব কে তাঁদের প্রতিনিধি।

এই যে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভাঙার জন্য যে বিপুল পরিমাণ টাকা খটানো হচ্ছে, এই টাকা বিজেপির হাতে এল কখন ও কীভাবে?

সেটাও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

অযোধ্যার রামমন্দিরে প্রণামী 'চুরি'তে মিলল বারাণসী কানেকশন! দানবাক্সগুলিতে জমা পড়া টাকা প্রতিদিন লুট হয়েছে। আর প্রণামী হাতানোর সেই 'কর্মকাণ্ডে' গ্রেফতার হওয়া আটজনের মধ্যে ছ'জনই নরেন্দ্র মোদির লোকসভা কেন্দ্র বারাণসীর একটি নিরাপত্তা এজেন্সির কর্মী। নাম, সৈনিক সিকিউরিটি সার্ভিসেস। তাদের নিযুক্ত ছয় রক্ষীর দায়িত্ব ছিল, রামমন্দিরের প্রণামী বাক্সের টাকা গোনা। এখানেই শেষ নয়, তদন্তকারীরা জেরায় জানতে পেরেছে, রামমন্দিরে সবথেকে বেশি চুরি হয়েছে কুম্ভমেলা চলাকালীন।

কারণ স্বাভাবিক—

২০২৫ সালের পূর্ণকুম্ভ চলাকালীন একটি প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। দেশ-বিদেশ থেকে

আসা লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী, পর্যটকদের যাঁরাই প্রয়াগরাজে কুম্ভমেলায় গিয়েছেন, তাঁদের সিংহভাগ গিয়েছেন রামমন্দির দর্শনেও।

সুতরাং ওই সময়কালে প্রবল ভিড় হয় অযোধ্যায়। আর বেশি ভিড়ের অর্থ? বেশি প্রণামী।

সিটের তদন্তে জানা গিয়েছে, ২০২৪'এ কুম্ভমেলার সময় রামমন্দিরের দানবাক্স বা ট্রাস্টে বিপুল অঙ্কের অর্থ ও অলংকার যেমন জমা পড়েছে, ঠিক সেরকমই বেড়েছে চুরির পরিমাণ। সব টাকা কিন্তু উদ্ধার হয়নি। কারণ একটাই। রামমন্দিরের টাকা চুরি করে সেই রামমন্দিরের কাছেই অযোধ্যার বিভিন্ন স্থানে নাকি জমিবাড়ি কিনে ফেলা হয়েছে। গ্রেফতার হওয়া এক ব্যক্তির বাড়িতে হানা দিয়ে তদন্তকারী টিম রামমন্দির কোষ লেখা দানবাক্স পর্যন্ত উদ্ধার করেছে। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি নিছক মন্দিরে গণনার সময় চুরি নয়! সোজা দানবাক্সই বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে?

লক্ষণীয় বিষয় হল, সিট গঠনের দিন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ঘোষণা করেছিলেন, "১৫ দিন। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব।" অথচ সেই সময়সীমা আরও ১৫ দিন বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি।

স্টেট ব্যাঙ্কের অযোধ্যার নয়া ঘাট শাখা তাদের থেকে নিরাপত্তাকর্মী চেয়েছিল। সেই মতোই পাঠানো হয়েছিল রক্ষীদের। নয়া ঘাট এলাকা সরযূ নদীর কাছেই। রামমন্দিরের অ্যাকাউন্ট যে ব্যাঙ্কগুলি পরিচালনা করে, তার অন্যতম স্টেট ব্যাঙ্ক।

স্টেট ব্যাঙ্ক বিশেষ ১৯ জনের নামের তালিকা তৈরি করেই দিয়েছিল সংস্থাকে। কারণ হিসাবে বলা হয়েছিল, এই ১৯ জন আগেও স্টেট ব্যাঙ্কের নিরাপত্তাকর্মী হিসাবে কাজ করেছে। পরিচিত মুখ। তাই তাদেরই চাই। আর এই তালিকারই ছ'জন গ্রেফতার হয়েছে রামমন্দির কাণ্ডে। নিরাপত্তারক্ষী হিসাবে কত বেতন ছিল তাঁদের? মাসে ২০ হাজার টাকা। তাঁদেরই একাংশকে রক্ষীর কাজ থেকে সরিয়ে প্রণামীর অর্থ গোনার দায়িত্বে নিয়ে আসা হয়।

তদন্ত এবং গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের জেরা করে জানা যাচ্ছে, রামমন্দির সাধারণের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর প্রণামীর বাক্স খুলত। শুরু হত টাকা গোনা। রক্ষীদের একাংশ এমনভাবে বাক্স ঘিরে দাঁড়াত, যাতে সিসি ক্যামেরায় দেখা না যায়। সেই সুযোগে সরিয়ে দেওয়া হত প্রণামী। প্রথমে টাকা রাখা হত বাথরুমে। এরপর সরিয়ে ফেলা হত। ধীরে ধীরে। তদন্তকারীরা জেনেছেন, এর নেতৃত্বে ছিলেন মূলত একজন—লবকুশ! সেসব সরিয়ে রেখেও একটা সত্যি স্পষ্ট করে বলাই ভাল।

তৃণমূল কংগ্রেস মানেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমস্ত কর্মী এবং সমর্থক তাঁর সঙ্গেই আছেন। যাঁরা আজকে নিজেদের 'আসল' বলে দাবি করছেন, দু'মাস আগে কমিশনে তাঁরা যে হলফনামা দিয়েছিলেন, তার নির্দিষ্ট দু'টি ফর্মে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সই ছিল। আজকে ভাড়াটিয়া নিজেকে বাড়ির মালিক বলে দাবি করলে কী হবে?

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাঁচটি নতুন ইলেকট্রিক বাস আনল এসবিএসটিসি। বাসগুলি দুর্গাপুর-আসানসোল রুটে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে চলবে

চাপের মুখে ইস্তফা প্রধান শিক্ষকের

নরেন্দ্রপুরে পড়ুয়ার মৃত্যুতে বিক্ষোভের মুখে মহারাজরা

প্রতিবেদন : রামকৃষ্ণ মিশনের গাফিলতিতে অকালে শেষ হয়ে গেল একটা তাজা প্রাণ। একাদশ শ্রেণির ছাত্রের এই অকালমৃত্যুতে ক্ষোভে ফুঁসছে তাঁর সহপাঠীরা। চাপের মুখে মিশন কর্তৃপক্ষ। অবশেষে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছেন প্রধান শিক্ষক স্বামী ইস্তেশানন্দ। মধ্যমগ্রামের বঙ্কিমপল্লির বাসিন্দা দীপ্তাংশু মাহাতোর পরিবারের অভিযোগ, গত মঙ্গলবার গরম চা পান করে ফেলে সে। গরম চায়ে তার খাদ্যনালি ও অভ্যন্তরীণ অংশ মারাত্মকভাবে পুড়ে যায়। সে তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ওয়ার্ডেনের কাছে গেলেও বিষয়টিকে সম্পূর্ণ পাত্তা দেওয়া হয়নি। চিকিৎসক তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বললেও মিশন কর্তৃপক্ষ গা ঢিলেমি দেয়। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা বিনা চিকিৎসায় ক্লাসেই ফেলে রাখা হয় তাকে। অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে মিশন কর্তৃপক্ষ দীপ্তাংশুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ন্যূনতম তাগিদটুকুও দেখায়নি বলে অভিযোগ। পরিবর্তে তার বাবাকে ফোন করে বলা হয়, ছেলে অসুস্থ, আপনারা এসে হাসপাতালে নিয়ে যান। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট করার পর, শেষ পর্যন্ত অচৈতন্য অবস্থায় তাকে বাইপাসের ধারের এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ওই কিশোর। পরিস্থিতি সামাল দিতে তড়িঘড়ি সৌরভতরু বিশ্বাস, সোমনাথ বৈরাগী এবং সমরেশ ধাড়া নামে মিশনের ৩ কর্মীকে সাসপেন্ড করা হলেও ক্ষোভ কমেনি ছাত্রদের। সমাজ মাধ্যমেও এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয় সমালোচনার ঝড়। স্কুলের গাফিলতি নিয়ে সরব হয়েছেন অভিভাবকরা। পরে চাপের মুখে ইস্তফা দিয়েছেন স্বামী ইস্তেশানন্দ।

এখন প্রশ্ন উঠছে একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের এই চরম অসংবেদনশীলতার দায় কি শুধু ইস্তফা দিয়েই এড়ানো সম্ভব? যে মিশন নিয়মানুবর্তিতা আর সেবার পাঠ দেয়, সেখানে কীভাবে এক জন মুমূর্ষু ছাত্রকে বাঁচানোর চেয়ে অভিভাবকের আসার অপেক্ষা করাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হল? দীপ্তাংশুর সহপাঠীদের স্পষ্ট দাবি, প্রধান শিক্ষকের ইস্তফা কেবল মুখরক্ষার চেষ্টা। তারা এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্তের পাশাপাশি দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে অনড়। ইতিমধ্যেই নরেন্দ্রপুর থানায় রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে মৃত ছাত্রের পরিবার।

ছাত্র-বিক্ষোভের মুখে মহারাজেরা। ইনসেটে দীপ্তাংশু।

পরিচয় লুকিয়ে প্রেম, হাড়োয়ায় আত্মঘাতী তরুণী

সংবাদদাতা, হাড়োয়া : পরিচয় গোপন করে তরুণীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করেছিল যুবক। এগিয়েছিল শারীরিক সম্পর্ক পর্যন্ত। অভিযোগ, যুবকের পরিচয় জানতে পেরেই আত্মঘাতী হলেন তরুণী। এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদরপুর গ্রামে। মৃতার নাম ইশিকা দাস (১৮)। অভিযুক্ত যুবকের নাম আসিক মণ্ডল। অভিযোগ, ধর্মপরিচয় গোপন করে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দীর্ঘ দুই বছর ধরে শারীরিক সম্পর্ক করে সে। পরবর্তীতে অপমানে আত্মঘাতী হয় যুবতী। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে গোটা পরিবার ও প্রতিবেশীরা। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। যুবতীর পরিবাবের অভিযোগ, অশ্লীল ছবি দেখিয়ে চলে প্রতারণা। তার পরে অপমানে দীর্ঘদিন বাড়ির বাইরে বেরোতেন না ইশিকা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিজের ঘরে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় তাঁর। হাড়োয়া গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন ইশিকাকে। ইতিমধ্যে ওই যুবকের বিরুদ্ধে হাড়োয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন যুবতীর বাবা। তার খোঁজে তল্লাশি চলছে।

বকেয়া পেনশনের দাবিতে পুরুলিয়া পুরসভায় বিক্ষোভ

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : নতুন সরকার আসার পর আর কোনও কাজই হচ্ছে না। কয়েক মাস বকেয়া পড়ে গিয়েছে পেনশনের টাকা। এই অভিযোগ তুলে পুরুলিয়া পুরসভার সামনে বিক্ষোভে সামিল হলেন একাধিক অবসরপ্রাপ্ত কর্মী। বৃহস্পতিবার সকালে পুরসভা চত্বরে জড়ো হয়ে দ্রুত বকেয়া পেনশন মেটানোর দাবি জানান তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘ কর্মজীবন পুরুলিয়া পুরসভায় কাটানোর পর অবসরের পর নিয়মিত পেনশনই এখন তাঁদের প্রধান ভরসা। কিন্তু তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে পেনশন না পাওয়ায় চরম আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছেন তাঁরা। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির বাজারে সংসার চালানো, ওষুধ কেনা এবং দৈনন্দিন খরচ মেটানো কঠিন হয়ে পড়েছে বলে দাবি করেন অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা। তাঁদের আরও অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার পুরসভার দ্বারস্থ হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি। শুধু আশ্বাসই মিলছে, কিন্তু পেনশন হাতে আসছে না! দাবি, অবিলম্বে সমস্ত বকেয়া পেনশন পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায় আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন বলেও তাঁরা সতর্ক করেন। এ বিষয়ে পুরুলিয়া পুরসভার পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ডাকাতির আগেই গ্রেফতার ৫

সংবাদদাতা, বলরামপুর : পুলিশের তৎপরতায় বড়সড় ডাকাতির ছক ভেস্তে গেল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে সালবনি এলাকা থেকে পাঁচ দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে দুটি চপার, একটি হকি স্টিক, একটি ফোল্ডিং ছুরি, একটি কাটারি এবং পাঁচটি মোবাইল ফোন মিলেছে। সেই সঙ্গে দুষ্কৃতীদের ব্যবহৃত একটি চারচাকা গাড়িও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তবে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে দুই দুষ্কৃতী অন্ধকারে গা-ঢাকা দেয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পুলিশের কাছে খবর আসে একটি দুষ্কৃতী দল চারচাকা গাড়িতে সালবনি এলাকায় ঘোরাফেরা করছে। তাদের কাছে ধারালো অস্ত্র রয়েছে। সম্ভবত উদ্দেশ্য কোথাও ডাকাতি করা। এর পরই বলরামপুর থানার পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি শুরু করে সালবনি গ্রামের কাছে বরাবাজার–বলরামপুর ৪ নম্বর রাজ্য সড়কের পাশে একটি শ'মিলের কাছে সন্দেহভাজন গাড়িটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। পুলিশকে দেখেই গাড়িতে থাকা দুই দুষ্কৃতী পালিয়ে যায়। পুলিশ গাড়িটি ঘিরে ফেলে তল্লাশি চালিয়ে পাঁচজনকে গ্রেফতার করে।

ধৃতদের নাম শেখ মহম্মদ ওয়াসিম আখতার, নজরুল মির, শাহনওয়াজ খান, মইন আনসারি এবং শেখ শোয়েব। ধৃতদের চারজন ঝাড়খণ্ডের চান্ডিল এলাকার এবং একজন পুরুলিয়ার ঝালদা এলাকার।

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার টোপ, গ্রেফতার ব্যাঙ্ককর্মী

সংবাদদাতা, হাওড়া : ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়ার নামে গ্রাহকের জমানো প্রায় ৪৭ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে এক ব্যাঙ্ক কর্মীকে গ্রেফতার করল ডোমজুড় থানার পুলিশ। পুলিশ জানায়, ধৃতের নাম সুমিত কুন্ডু। ডোমজুড়ের একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কে কাজ করতেন। ডোমজুড়ের কাটলিয়া এলাকার বাসিন্দা অভিজিৎ পাত্রের অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু হয়। অভিজিৎ কর্মসূত্রে কাতারে থাকতেন। ২০১৯ সালে সুমিত তাঁর জন্য একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে দেয়। সেখানে টাকা জমা দিলে অতিরিক্ত নানা সুবিধে পাওয়া যাবে বলেও অভিজিৎকে টোপ দিয়েছিল সুমিত। বিদেশে কর্মরত অবস্থায় পরিবারের খরচের জন্য নিয়মিত ওই অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করতেন অভিজিৎ। অভিযোগ, সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে অভিজিতের সই ও বিভিন্ন নথি নকল করে দীর্ঘদিন ধরে দফায় দফায় অ্যাকাউন্ট থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেয় সুমিত। অভিজিৎ জানান, প্রায় এক বছর আগে বাবার মৃত্যুর পর দেশে ফিরে অ্যাকাউন্টের হিসাব খতিয়ে দেখতে গিয়েই তাঁর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। তিনি দেখেন, তাঁর জমানো প্রায় ৪৭ লক্ষ টাকাই উধাও। অ্যাকাউন্টে পড়ে রয়েছে মাত্র কয়েক হাজার টাকা। এরপরই তিনি ডোমজুড় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে বুধবার রাতে সুমিতকে গ্রেফতার করে পুলিশ। হাওড়া সিটি পুলিশের এক আধিকারিক জানান, অভিযুক্তকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই প্রতারণা চক্রে আরও কেউ জড়িত ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

খোলাই থাকছে উড়ালপুল

প্রতিবেদন : পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করল কলকাতা পুলিশ। ৩ জুলাই থেকে ৬ জুলাই পর্যন্ত চিংড়িঘাটা উড়ালপুল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত স্থগিত করা হল। প্রশাসনিক কারণ দেখিয়ে এই সিদ্ধান্ত বদল করা হয়েছে। ফলে নির্ধারিত সময়ে উড়ালপুল বন্ধের পাশাপাশি যানবাহনের রুট পরিবর্তনের কোনও সিদ্ধান্ত আপাতত কার্যকর হচ্ছে না। স্বাভাবিক নিয়মেই চিংড়িঘাটা উড়ালপুলে যান চলাচল করবে। কলকাতা পুলিশের নয়া বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত চিংড়িঘাটা উড়ালপুল এবং চিংড়িঘাটা মোড় দিয়ে যানবাহন স্বাভাবিক নিয়মেই চলাচল করবে। সাধারণ মানুষ, অফিসযাত্রী এবং বিমানবন্দরগামী যানবাহনের জন্য আপাতত কোনও অতিরিক্ত ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ বা রুট পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে না।

হাসনাবাদে শিশু-খুনে গ্রেফতার মা

সংবাদদাতা, হাসনাবাদ : ২ মাসের শিশুকন্যার মৃত্যুতে খুনের অভিযোগ তুলেছিলেন মা। তদন্তে নেমে সেই মহীয়সী মা-কেই গ্রেফতার করল পুলিশ। হাসনাবাদে দুধের শিশুকে পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খুন করেছিল তার জন্মদাত্রী মা-ই! এমনটাই দাবি হাসনাবাদ থানার পুলিশের। আর খুনের পরে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তদন্তের মোড় ঘোরাতেই বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিয়েছিল ১৭ বছর বয়সি সেই মা। তবে পুলিশের জেরায় শেষমেশ কান্নায় ভেঙে পড়ে অভিযুক্ত নাবালিকা মা সবটাই স্বীকার করে নিয়েছে বলে খবর পুলিশ সূত্রে। দু'মাসের শিশুর মায়ের এমন নৃশংস হত্যার ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার ধৃত নাবালিকাকে জুভেনাইল কোর্টে তোলে পুলিশ।

গত রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছিল হাসনাবাদের বোলদেপোতা এলাকায়। ফিজা মণ্ডল নামে দু'মাসের ওই শিশুর মা দাবি করেছিল, শিশুকে বাড়ির বারান্দায় খাটে শুইয়ে সে ফোন করতে করতে বাথরুমে গিয়েছিল। বারান্দার গেটে তালা দেওয়া না থাকলেও গেট বন্ধই ছিল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখে মেয়ে খাটে নেই। এরপর চারিদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। খবর পেয়ে হাসনাবাদ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে বাড়ির পাশের পুকুরে শিশুটিকে ভাসতে দেখে। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। তদন্তে নামে পুলিশ। দু'দিন ধরে দফায় দফায় শিশুটির ১৭ বছর বয়সি মা-সহ পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসা করে পুলিশ। এরপর বুধবার রাতে শিশুটির মাকেই গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, শিশুটির বাবা কর্মসূত্রে ওড়িশায় থাকেন। তাই শিশুটির দুধ-সহ অন্যান্য জিনিসপত্র কেনার জন্য তার মাকে বারবার তার বাবার কাছে টাকা চাইতে হত। সময়মতো সব জিনিস সে পেত না। অল্প বয়সে বিয়ের কারণে সব বিষয় ঠিকঠাক বুঝতেও পারত না। এই কারণেই বিরক্ত হয়ে শিশুটিকে সকলের চোখের আড়ালে পুকুরে ফেলে দিয়ে খুন করে নাবালিকা মা। যদিও ঘটনা ঘটিয়ে ফেলার পর দিশাহারা হয়ে নিজেকে বাঁচাতে শিশুখুনের মোটিভ অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। পুলিশি জেরায় প্রথমে অসংলগ্ন কথাবার্তার পর সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে সবটাই স্বীকার করে নেয় অভিযুক্ত নাবালিকা।

বিয়ের মাত্র ১০ দিন আগেই অঘটন। হাবড়ার জয়গাছি শ্রীনগরে। পুকুরে মিলল কনের নিথর দেহ। নাম মৃদুলা সাহা, বয়স ২৪। বৃহস্পতিবার সকালের ঘটনা। দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা, না খুন তা নিয়েই ধন্দ

কালীঘাটে জয়া বচ্চন

মধ্যমগ্রাম স্টেশনে হকার উচ্ছেদ নয়, স্থগিতাদেশ দিল আদালত

প্রতিবেদন : মধ্যমগ্রাম রেল স্টেশনে হকার উচ্ছেদে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এর আগে এই মামলায় সিঙ্গল বেঞ্চ শুধু মামলাকারীদের জন্য স্থগিতাদেশ দিয়েছিল। বৃহস্পতিবার ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ আপাতত ওই স্টেশনের সবার জন্যই স্থগিতাদেশ প্রযোজ্য হবে। পরবর্তী শুনানির আগে পর্যন্ত এই নির্দেশ বহাল থাকবে। রেলের আইনজীবী, ডিএসজি ধীরজ ত্রিবেদী দাবি করেন, হকার উচ্ছেদ করতে কোনও নোটিশ লাগে না। বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য তাঁর পর্যবেক্ষণে বলেন, কিন্তু আপনারা নোটিশ দিয়েছেন। কোন

কাঠামোয় সেটা বলুন না হলে নোটিশ খারিজ করে দেব। ডিএসজি বলেন, কারা এই মামলা করেছে সেটা চ্যালেঞ্জ করেছি। কোনও ইউনিয়ন কি মামলা করতে পারে? বিচারপতি পাল্টা বলেন, কারা লাইসেন্সি, কারা নয়, কাদের কাঠামো অস্থায়ী, কাদের কাঠামো স্থায়ী, ইত্যাদি ভাগগুলি কি আপনারা আলাদা করেছেন? তাঁদের আইনজীবী বলেন, যে ১৩ জন আদালতে এসেছে তাদের ছাড় দেওয়া হয়েছে। এখন বলছে সবার জন্য অর্ডার দেওয়া হোক। যত হকার আছে সবাইকে দেওয়া হোক, সেটা অসম্ভব। বিচারপতি বলেন, আপনারা কাকে তাহলে নোটিশের মধ্যে আনছেন? যদি বলেন আলাদা আলাদা করে প্রত্যেককে দেবেন না তাহলে একই সঙ্গে হকাররাও একইভাবে একসঙ্গে ওই স্থগিতাদেশ পাবেন বলতেই পারেন।

দক্ষিণে প্রবল দুর্যোগ, উত্তরে কমবে বৃষ্টি

প্রতিবেদন: নিম্নচাপের কারণে শুক্রবার থেকেই ভাসতে পারে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা। সঙ্গে দাপট থাকবে বজ্রপাত এবং ঝোড়ো হাওয়ার। ৮ জুলাই পর্যন্ত ভারী বা অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে। শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুত সহ অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। ৭০ থেকে ১০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে হলুদ সতর্কতা রয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে রবিবারের জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, হাওড়া, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়াতেও রয়েছে হলুদ সতর্কতা।

আশা নিয়ে বিজেপিকে ক্ষমতায় এনে এই প্রাপ্তি? হতাশ দোকানিরা

সংবাদদাতা, বলরামপুর : 'সরকার বদলাবে, ভাগ্য বদলাবে'— এই আশা নিয়েই নতুন সরকারকে ক্ষমতায় এনেছিলাম। আজ সেই সরকার বুলডোজার দিয়ে আমাদের পেটে লাথি মারল। এই ভাষাতেই ক্ষোভ উগরে দিলেন বলরামপুর সুপার মার্কেটের উচ্ছেদ-হওয়া দোকানদাররা।

সরকারি জমিতে গড়ে-ওঠা অবৈধ দোকান উচ্ছেদে বৃহস্পতিবার বলরামপুর সুপার মার্কেট এলাকায় অভিযান চালায় প্রশাসন। আগে থেকেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। সেই অনুযায়ী অনেকেই স্বেচ্ছায় দোকান সরিয়ে নিলেও, যেগুলো রয়ে গিয়েছিল সেগুলি এদিন বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হয়।

উচ্ছেদের পর ক্ষোভ প্রকাশ করে একাধিক ব্যবসায়ী জানান, দীর্ঘদিন ধরে সরকারি জমিতে ছোট দোকান করে জীবিকা নির্বাহ করতেন তাঁরা। দোকান ভেঙে দেওয়ায় এখন তাঁরা সম্পূর্ণ বেরোজগার হয়ে পড়েছেন। তাঁদের দাবি, সংসার কীভাবে চলবে, সেই চিন্তায় দিশেহারা তাঁরা। সরকারের উচ্ছেদ অভিযানের জেরে তাঁদের জীবিকা হারাতে হল। ফলে সরকারের এই পদক্ষেপ নিয়ে ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেন তাঁরা। দোকানিদের আক্ষেপ, অনেক আশা নিয়ে বিজেপিকে ক্ষমতায় এনেছিলাম, কিন্তু তারা এসে আমাদেরই সর্বনাশ করল।

শাহের দৌত্যেই বেইমানদের

(প্রথম পাতার পর)

করতে পারে? আমাদের প্রশ্ন, এর আগে কি কমিশনের আধিকারিকরা এরকমভাবে যে কারও সঙ্গে দেখা করেছেন?

এই নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে তো আমরা ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব এনেছিলাম, যা নিয়ে স্পিকার এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেননি। আসলে অমিত শাহই নির্বাচন কমিশনটা চালায় প্রিয়পাত্র জ্ঞানেশ কুমারের মাধ্যমে। সৌগত ও সাগরিকা বলেন, কোটি কোটি টাকার কেলেঙ্কারি হয়েছে। রামমন্দিরের টাকাও ওরা আত্মসাৎ করেছে! সেখান থেকে যে কয়েকশো কোটি টাকা চুরি হয়েছে, সেই টাকাতেই এখন দল ভাঙানোর খেলা চলছে। এ-বিষয়ে তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, দিল্লিতে আজ এদিন যে সার্কাসটা দেখা গিয়েছে, সেটা তৃণমূল কংগ্রেস সম্পর্কে বিভ্রান্তি তৈরি করতে কেন্দ্রীয় শাসক দলের স্পনসর্ড একটা নাটক। এর কুশীলবেরাও তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, যিনি তৃণমূল কংগ্রেসকে টার্গেট করে গোটা নির্বাচনী প্রক্রিয়াটা চালিয়েছেন, সেই নির্বাচন কমিশন আজকে একটা নজিরবিহীন কাজ করেছে। তা হল টম, ডিক এবং হ্যারির মধ্যে যেকোনও একজনকে নিজেদের ইচ্ছেমতো বেছে নিয়ে তাদের সঙ্গে বৈঠক করা! কিন্তু নির্বাচন কমিশন সমস্ত রাজনৈতিক দলকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, কোনও দলের অনুমোদিত প্রতিনিধিরাই কমিশনের সঙ্গে এই ধরনের মিটিংয়ের জন্য আবেদন করতে পারে। কিন্তু সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এরকম কোনও মিটিংয়ের আবেদন করা হয়নি। তা হলে কমিশন কোন যুক্তিকে এই কয়েকজন বিধায়কের সঙ্গে দেখা করতে পারে? নিয়ম যেখানে দলের অনুমোদিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে কমিশন দেখা করবে আর তৃণমূল কংগ্রেস যেখানে কোনও বৈঠক চায়নি, সেখানে এই বৈঠক হয় কী করে!

এদিন কালীঘাটে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বালিশপন্থী বেইমানদের ধুয়ে দিলেন সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তিনি বলেন, এরা কোনও দিন তৃণমূল হতে পারে না। কারণ আসল যে তৃণমূল সে জানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই একমাত্র তৃণমূল, দলটা তাঁর। প্রতীকটা তাঁরই আঁকা। ভ্যানিশ কুমার বাংলার ভোট ভ্যানিশ করেছেন, গণতন্ত্র ভ্যানিশ করেছেন, রামমন্দিরের ট্রাস্টি ৫০০ কোটি টাকা লুট সেটা ভ্যানিশ করেছেন। তিনি ভ্যানিশ মাস্টার। ২০ জন সাংসদ, ৬৫ জন বিধায়ক গদ্দারি করেছে, তাদের কেন কেউ ডিম ছুঁড়ছে না! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিম্বল নিয়ে ভাবতে হয় না।

কোন তথ্যের ভিত্তিতে

(প্রথম পাতার পর)

হাইকোর্টে। এদিন সেই মামলাতেই অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি ভট্টাচার্য। তাঁর মন্তব্য, অভিযোগ তো শুধুমাত্র এই তিনটি অ্যাকাউন্টকে ঘিরেই, অন্য কিছু নিয়ে অভিযোগ নেই। ফলে অন্য কিছু বাজেয়াপ্ত করার প্রশ্ন নেই। যদি তদন্তে দেখা যায় যে বেআইনি টাকা এই অ্যাকাউন্টে জমা রয়েছে তখন তদন্তকারীরা কী করবেন তা-ও জানতে চায় আদালত। বিচারপতি ভট্টাচার্য বলেন, আমি যুগ্ম-স্পেশাল অফিসার (অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি) নিয়োগ করতে পারি, যাঁদের নজরদারিতে দৈনিক খরচ চালাবার জন্য এই তিনটি অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা যাবে। কোনও বড় খরচ করা যাবে না বা নীতিগত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না বলে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে জানালেন বিচারপতি। আর এই তিনটি অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে জানতে চাই বলেও মন্তব্য করেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য।

রাজ্যের হয়ে আইনজীবী তুষার মেহেতা বলেন, দয়া করে এই সিদ্ধান্ত কিছুদিন পরে নিন, আমরা হলফনামা জমা করতে চাই। কিন্তু তৃণমূলের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি বলেন, শুধু এই তিনটি অ্যাকাউন্ট নয়, আরও ৫টি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। কিন্তু বিচারপতি বলেন, যে অভিযোগের ভিত্তিতে অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে সেটা একটা সার্বিক অভিযোগ। কোনও নির্দিষ্ট ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়নি। তিনি বলেন, ১৮ জুন অভিযোগের পরের দিনই অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। আমি জানতে চাই এই অল্প সময়ে পুলিশ কী কী তথ্য পেয়েছে যার ভিত্তিতে অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হল!

তৃণমূল বলে, পুলিশ কি এভাবে একটা রাজনৈতিক দলের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে তাকে পঙ্গু করে দিতে পারে? সিংভি বলেন, ৪-৫ শতাংশের ব্যবধানে একটা দল হেরেছে। তৃণমূলের একটা অংশ গিয়ে অভিযোগ করছে বলে পুলিশ এই কাজ করতে পারে কি? রাজ্য বলে, যদি তৃণমূলের দুটি অংশই স্পেশাল অফিসারের কাছে গিয়ে বলে যে তারাই আসল তৃণমূল এবং তারা অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করতে চায় তাহলে কী হবে? রাজ্যের দাবি, এখন অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করাই থাক, কত টাকা আছে সেটা আদালতের সামনে পেশ করা হোক। আমরাও পুলিশের তরফ থেকে সব জানাব, কী কী তথ্য-প্রমাণ আছে, কীভাবে অর্থ পাচার হয়েছে সব জানাব।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

3 July, 2026 • Friday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
৩ জুলাই ২০২৬
শুক্রবার

স্কুলে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ১৪ বছরের কিশোর সাহিন আকতার। স্কুল থেকে না এলে খুঁজতে শুরু করে পরিবার। শেষ পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার টানা তল্লাশির পর গঙ্গার জল থেকেই উদ্ধার হল তার নিথর দেহ

চিতাবাঘের সঙ্গে লড়ে নাতনিকে বাঁচালেন ৬৪ বছরের প্রৌঢ়া

জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দেবিকা শেরপা।

কায়েশ আনসারি • দার্জিলিঙ

শৈল শহরে তখন রাতের স্তব্ধতা। এমনিতেই পাহাড়ে রাত হয় তাড়াতাড়ি। ব্যস্থ শহরটা চুপ করে গিয়েছে। পাহাড়ের গায়ে মিটিমিটি আলো জ্বলছে। রাতের খাওয়াদাওয়া শেষ করে বছর ৬৪-র প্রৌঢ়া দেবিকা শেরপা তখন ক্লান্ত। আদরের ছোট্ট নাতনি আর প্রিয় পোষ্যকে সঙ্গে নিয়ে ঘুমতে যাচ্ছে। তখনই ঝপ করে শব্দ! আচমকা বাড়ির বাইরে চলে আসে ক্ষিপ্ত একটি চিতাবাঘ। লোয়ার ভুটিয়া বস্তির দেবকোটা গ্রামের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দেবিকার আট বছরের নাতি ও পোষ্য কুকুরটি তার সামনে পড়ে যায়। তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হিংস্র চিতাবাঘটি। সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাঁচাতে রুখে দাঁড়ান দেবিকা। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে চলে অসম লড়াই। মুখে-হাতে চিতাবাঘের আঘাত সামলেও নিজের নাতি আর পোষ্যের জীবন বাঁচাতে সক্ষম হন তিনি। দেবিকার রণমূর্তিতে শেষমেষ রণে ভঙ্গ দিয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় চিতাবাঘটি। আট বছরের নাতি আর প্রিয় পোষ্যকে বাঁচাতে চিতাবাঘের সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই করলেন প্রৌঢ়া। কী ভয়ানক সে লড়াই। হাতে একখানা কাঠের টুকরো নিয়ে লড়ে গেলেন চিতাবাঘের সঙ্গে। দার্জিলিং ম্যালের কাছে ভুটিয়া বস্তিতে মঙ্গলবার বর্ষার সন্ধেয় একেবারে হাড়হিম ঘটনা। চিতাবাঘের হামলায় দেবিকা শেরপা নামে বছর ৫০-এর ওই প্রৌঢ়া গুরুতর জখম হন। সেই রাতেই তাঁকে দার্জিলিং জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়। তাঁর একটি হাত ভেঙে গিয়েছে। চোট পেয়েছেন মাথায়ও। অন্য হাতটিও চিতাবাঘের কামড়ে ক্ষতবিক্ষত। তবে আঁচ আসতে দেননি ছোট্ট নাতি আর প্রিয় কুকুরের গায়ে। তাঁর লড়াইয়ের সামনে পড়ে পিছু হঠতে বাধ্য হয় তেজি চিতাবাঘও। তবে চিতাবাঘটি পালিয়ে গেলেও ফের হামলা করতে পারে, সেই আশঙ্কা থেকেই বনফতর থেকে এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। এলাকার বাসিন্দারা চিতাবাঘটিকে ধরার দাবি জানিয়েছেন।

বনমন্ত্রীর এলাকায় জমিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাতির মৃত্যু

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: ফের আলিপুরদুয়ারে বিদ্যুৎপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল হাতির। এবার খোদ বনমন্ত্রীর বাড়ির এলাকায়! বৃহস্পতিবার সকালে অসম বাংলা সীমানাবর্তী কুমারগ্রাম ব্লকের, ভলকা রেঞ্জ এর বারোবিশা বিটের শীলবাংলার জঙ্গল ঘেরা লেফ্রাগুড়ি বনবস্তিতে একটি পূর্ণবয়স্ক বুনো দাঁতাল হাতির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ওই হাতির রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। এদিন সকালে স্থানীয়রা একটি বাড়ির পিছনে হাতিটির নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখে বনদপ্তরে খবর দেন। ভলকা রেঞ্জের বনকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। একে একে সেখানে উপস্থিত হন বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের ক্ষেত্র অধিকর্তা কুমার বিমল, উপ ক্ষেত্র অধিকর্তা (পূর্ব) দেবাশিস শর্মা-সহ বনদফতরের চিকিৎসক দল। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের পর এক বনকর্তা জানান, বৈদ্যুতিক ছোবলেই হাতিটির মৃত্যু হয়েছে। তবে বনদফতরের মৃত্যুর সঠিক কারণ নিয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়নি। ঘটনায় দুই ব্যাক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে বন দফতর। তাঁদের নাম পলাশ রাভা ও মিঠু রাভা। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর আসল কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছেন বনদফতরের আধিকারিকরা। এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত শুরু হয়েছে।

রাস্তায় ফুচকার ঠেলা গাড়ি রেখে প্রতিবেশীর হাতে খুন বিক্রেতা

সংবাদদাতা, মালদহ: মোথাবাড়িতে ফুচকার ঠেলাগাড়ি রাখা নিয়ে সামান্য বিবাদই শেষ পর্যন্ত রূপ নিল খুনে। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে প্রাণ গেল এক ফুচকা বিক্রেতার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মোথাবাড়ি থানার পঞ্চানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর কলোনি এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,মৃতের নাম রাইজুল হোসেন (৩৫)।তিনি স্থানীয় বাসিন্দা এবং দীর্ঘদিন ধরে ফুচকা বিক্রি করতেন। বুধবার রাতে ফুচকা বিক্রি করে বাড়ি ফিরছিলেন রাইজুল। অভিযোগ,বাড়ি থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরে তাঁর পথ আটকায় দুই প্রতিবেশী রাকিব শেখ ও আলকাস শেখ।এরপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর উপর হামলা চালানো হয়।পরিবারের দাবি,ফুচকার ঠেলাগাড়ি ত্রিপল দিয়ে ঢেকে রাখাকে কেন্দ্র করেই কয়েকদিন ধরে প্রতিবেশীদের সঙ্গে বিবাদ চলছিল।বুধবার সেই বিবাদের জেরেই রাইজুলের উপর হামলা চালানো হয়।রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত রাকিব শেখকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অপর অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে মোথাবাড়ি থানার পুলিশ।

মালদহ

ঢোকেনি অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা উত্তরে বিক্ষোভে শামিল মহিলারা

ব্যুরো রিপোর্ট: বিজেপির জুমালা প্রকল্প। প্রথমে একগুচ্ছ নিয়ামাবলি দিয়ে আবেদনপত্র পূরণ। এরপর টাকা প্রদানেও গরমিল। সবমিলিয়ে বড় প্রশ্নের মুখে অন্নপূর্ণা যোজনা। ১ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে এই প্রকল্পের টাকা দেওয়া। এখানেই হয়েছে সমস্যা। কয়েকজনের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকলেও বেশিরভাগ মহিলাই টাকা পান নি। জেলায় জেলায় এ নিয়ে চলছে বিক্ষোভ। উত্ত থেকে দক্ষিণে মহিলারা জেলাশাসক, পুরসভা-সহ প্রশাসনিক দফতরের সামনে কাগজ হাতে নিয়ে বিক্ষোভে শামিল হয়েছে। উত্তরের চারটি জেলায়া ইতিমধ্যেই বিক্ষোভ শামিল হন কয়েক হাজার মহিলা। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, বালুরঘাট, রায়গঞ্জে লাইন করে বিক্ষোভ করেন মহিলারা। বিজেপির জুমলার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, তাঁরা অনেক আগেই নির্ধারিত নিয়ম মেনে আবেদনপত্র পূরণ করে সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি প্রশাসনের কাছে জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন কেটে গেলেও তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এখনও পর্যন্ত অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা জমা পড়েনি। অথচ একই এলাকার বহু আবেদনকারী ইতিমধ্যেই ওই প্রকল্পের আর্থিক সুবিধা পেয়েছেন। কেন তাঁদের বাদ রাখা হয়েছে, সেই প্রশ্নই তুলেছেন তাঁরা। বিক্ষোভে অংশ নেওয়া মহিলাদের দাবি, প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিকবার জানানো হয়েছিল যে, উপভোক্তাদের বাড়িতে গিয়ে সমীক্ষা বা সার্ভে করা হবে। কিন্তু বাস্তবে এখনও পর্যন্ত সেই সমীক্ষাও করা হয়নি। ফলে তাঁরা আদৌ প্রকল্পের সুবিধা পাবেন কি না, তা নিয়েও অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন।

কোচবিহারে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ।

রায়গঞ্জে পুরসভা চত্বরে বিক্ষোভ।

ধুপগুড়িতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন এক মহিলা।

বালুরঘাটে বিক্ষুব্ধ মহিলারা।

এই ঘটনায় প্রশাসনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগও তোলেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের বক্তব্য, যোগ্য আবেদনকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, অথচ অন্যেরা প্রকল্পের সুবিধা পেয়ে গিয়েছেন। অবিলম্বে সমীক্ষা সম্পূর্ণ করে সমস্ত যোগ্য উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর দাবি জানান তাঁরা। দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনেরও হুঁশিয়ারি দেন বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষোভের জেরে কিছু সময়ের জন্য মহকুমা শাসকের কার্যালয় চত্বরে উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়। খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করে। তবে বিক্ষোভকারীদের তোলা অভিযোগের বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। রায়গঞ্জে বিক্ষোভে শামিল রিঙ্কি দাস নামে এক বিক্ষোভকারী জানান, "আমি গত ৭ জুন অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য আবেদন করেছিলাম। সমস্ত নিয়মকানুন মেনে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলেও এখনও তালিকায় নাম ওঠেনি। আমি এই প্রকল্পের উপভোক্তা হওয়া সত্ত্বেও কোনও সহায়তা পাইনি। সীমা চক্রবর্তী জানান, জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে আবেদন করার পরও এখনও পর্যন্ত কোনও সহায়তা মেলেনি। প্রশাসনের কাছে বারবার যোগাযোগ করেও কোনও সন্তোষজনক উত্তর পাইনি। শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদের পথ বেছে নিতে হয়েছে আমাদের। ইন্দ্রজিৎ কুণ্ডু জানান, আমার স্ত্রী অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদনকারী। তাঁরা সকলেই বলেন আমরা চাই প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নিক।

আগুনে ভষ্মীভূত

প্রতিবেদন: দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। পুড়ে ছআই হয়ে গেল ফার্নিচারের গোডাউন। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির ডাবগ্রামের ঘটনা। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। স্থানীয়দের অভিযোগ, দমকল সময়মতো পৌঁছলে আগুন দ্রুত নেভানো সম্ভব হত। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকলের কর্মীরা। যদিও ততক্ষণে সবই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। প্রায় ৬কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান শটসর্কিটের ফলে আগুন। আসল করাণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

৮
৩ জুলাই ২০২৬
শুক্রবার

আমার বাংলা

3 July, 2026 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নদিয়ায় সার ট্রাইব্যুনালে আবেদন করে শুনানির ডাক পাননি

আতঙ্কে লক্ষাধিক 'বিবেচনাধীন'

প্রতিবেদন : ভোটের আগে নদিয়া জেলার মতুয়াদের ভোটাধিকার ফেরাতে তৎপর হতে দেখা যায় বিজেপিকে। কিন্তু ভোট মিটতেই তাদের সেই তৎপরতা উধাও। ভোটারদের ট্রাইবুনালে আবেদন করতেও বলেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। সেজন্য তৃণমূল-কংগ্রেস বিভিন্ন গ্রামে শিবির করেছিল ভোটাধিকার হারানো ভোটারদের ট্রাইবুনালে আবেদন করাতে। কিন্তু, ভোটে হেরে যাওয়ায় তারাও আর মাঠে নেই। নির্বাচনের আগের দিন পর্যন্ত নদিয়া জেলায় মাত্র ৩৯ জন ভোটার ট্রাইবুনালে ছাড়পত্র পেয়েছিলেন। তারপর ট্রাইবুনাল সংক্রান্ত আর কোনও তথ্য জেলা প্রশাসনের কাছে এসে পৌঁছায়নি। ফলে এখনও অবধি লক্ষাধিক ভোটার তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ধোঁয়াশাতেই রয়েছেন। অনেকের বক্তব্য, এখন নেতারা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। ভোটে জেতার পর বিজেপি নেতারা তো ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছেন। নদিয়ার বহু মুসলিম ও মতুয়ার নাম এসআইআরে বাদ গিয়েছে। মাস দুই আগেও

পাশে নেই বিজেপি

ভোটার লিস্টে নিজের নাম খুঁজছেন এক মহিলা।

ভোটাধিকার হারানোর বিষয়টি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। তবে এখন এসআইআর নিয়ে কেউ আর কিছু বলছেন না। অথচ এখনও পর্যন্ত নদিয়ার প্রায় লক্ষাধিক ভোটারের ভোটাধিকার অনিশ্চিত থেকে গিয়েছে। কারণ ট্রাইবুনাল কাকে বৈধ ভোটার এবং কাকে অবৈধ ভোটার হিসেবে চিহ্নিত করছে তা জানাই যাচ্ছে না। নাকাশিপাড়া ব্লকের বাসিন্দা মজিবুর রহমানের কথায়, হরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বান্দাখোলা গ্রামে আমার বড়দা-সহ প্রায় ৪০০ নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। সকলেই ট্রাইবুনালে আবেদন করলেও এখনও শুনানিতেই ডাকা হয়নি একজনকেও। হল আতঙ্কে আছেন সবাই। হাঁসখালির মতুয়া সম্প্রদায়ের ব্রজেন অধিকারীর বক্তব্য, ট্রাইবুনালে আবেদন করেছি। এখনও ডাক আসেনি। তবে সিএএ সার্টিফিকেট পেয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত। প্রসঙ্গত, নদিয়ায় এসআইআর পর্বে ২ লক্ষ ৬৭ হাজার নাম বিচারাধীন ছিল। কলকাতা হাইকোর্ট নিযুক্ত বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের স্ক্রুটিনির পর ২ লক্ষ ৮ হাজার ভোটারের নাম বাদ যায়। ৬০ হাজার বিচারাধীন ভোটারের নাম তালিকায় উঠেছিল। তৃণমূল নেতা অয়ন দত্তের কথায়, বিজেপি বহু মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছে। তৃণমূল ভোটাধিকার ফেরাতে লড়াই করেছে। আগামী দিনেও তৃণমূল মানুষের পাশে থাকবে।

৭ দিনে না সরলে চলবে বুলডোজার
প্রশাসনের নোটিশ

প্রতিবেদন : সাতদিনের মধ্যে সরে না গেলে মায়াপুরে রাস্তা দখল করে থাকা দোকানের পাশাপাশি মন্দিরের বেআইনি অংশ সরাতে বুলডোজার দাওয়াই শুরুকরবে বলে পরিষ্কার নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে প্রশাসন। বেশ কিছু মঠ ও মন্দিরের বেআইনি অংশ ভাঙা পড়তে পারে বলে উদ্বিগ্ন মন্দির পরিচালন কর্তৃপক্ষও। এই প্রেক্ষিতে বিধায়কের দ্বারস্থ হলে তিনি জানান, বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলের সঙ্গে আলোচনা করবেন। আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্রে পূর্ত দফতরের সড়ক বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে সরকারি রাস্তা, নর্দমা ও নয়ানজুলি দখলমুক্ত করার এই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই কৃষ্ণনগর হাইওয়ে সাব-ডিভিশনের পূর্ত দফতর সরকারি জমি দখল করে থাকা ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে সাত দিনের মধ্যে স্বেচ্ছায় জায়গা খালি করে দেওয়ার নোটিশ ধরিয়েছে। মায়াপুরের রাস্তার

মায়াপুর

দু'ধারে নর্দমা, নয়ানজুলি এবং সরকারি জমি জবরদখল করে যাঁরা দোকান, অস্থায়ী নির্মাণ বা বসতি গড়ে তুলেছেন, তাঁদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেখান থেকে সরতেই হবে। অন্যথায় প্রশাসন শুরু করবে উচ্ছেদ অভিযান। আগেও একাধিকবার মাইকে প্রচার করে রাস্তা থেকে অবৈধ দোকান সরানো ও সরকারি জমি খালি করার আবেদন জানানো হয়। প্রথম পর্যায়ে গৌরনগর মোড় থেকে ইসকনের মূল গেট হয়ে হুলোর ঘাট পর্যন্ত রাস্তার ধারে থাকা দখলদারদের সরানোর কাজ শুরু হবে। মায়াপুর হুলোর ঘাটের শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম রাধা শ্যামসুন্দর মন্দিরের অধ্যক্ষ ভক্তিসাধন মহারাজ বলেন, আমাদের মন্দির প্রায় ৫০ বছরের পুরনো। মঙ্গলবার পিডব্লুডি, জেলা পরিষদ ও পুলিশের উপস্থিতিতে সাত দিনের মধ্যে মন্দিরের অংশ ভেঙে সরিয়ে নেওয়ার নোটিশ দেওয়া হয়, না হলে বুলডোজার দিয়ে ভাঙা হবে বলে জানানো হয়েছে।

মায়াপুরের মঠে প্রশাসনের নোটিশ জারি।

অন্নপূর্ণার টাকা না পেয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন মহিলারা, বিভিন্ন প্রান্তে বাড়ছে অসন্তোষ

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : অন্নপূর্ণা যোজনার আওতায় প্রাপ্য আর্থিক সহায়তার টাকা এখনও বহু মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা না পড়ায় জেলার বিভিন্ন প্রান্তে চরম ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার আশায় দীর্ঘদিন অপেক্ষা করলেও এখনও পর্যন্ত টাকা না মেলায় হতাশ উপভোক্তারা। অভিযোগ, একই এলাকায় কেউ কেউ টাকা পেলেও বহু যোগ্য উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে এখনও কোনও টাকা জমা পড়েনি। ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিভিন্ন ব্লক ও গ্রামাঞ্চল থেকে একই ধরনের

অভিযোগ সামনে আসছে। উপভোক্তাদের একাংশের দাবি, সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়া এবং আবেদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার পরও তাঁরা এখনও প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরে বারবার যোগাযোগ করেও সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়ায় ক্ষোভ আরও বাড়ছে। অনেকে জানিয়েছেন, সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ সামলাতে এই আর্থিক সহায়তার উপর তাঁরা নির্ভর করেছিলেন। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে টাকা না পাওয়ায় চরম আর্থিক সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিকে ঘিরে জেলার বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমশ বাড়ছে। উপভোক্তাদের দাবি, দ্রুত সমস্যার সমাধান করে প্রকৃত সুবিধাভোগীদের অ্যাকাউন্টে বকেয়া অর্থ জমা দেওয়া হোক। পাশাপাশি কেন বহু মানুষের অ্যাকাউন্টে এখনও টাকা পৌঁছায়নি, সেই বিষয়েও প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়ার দাবি উঠেছে। সামগ্রিকভাবে অন্নপূর্ণা যোজনার অর্থপ্রদান নিয়ে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, তা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে উদ্বেগ ও ক্ষোভের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

১০ দিনের মধ্যে ফুটপাথ থেকে সরতে বলল পুলিশ
আতঙ্কে ছোট দোকানিরা

প্রতিবেদন : ভরতপুরেও এবার হকার উচ্ছেদের আতঙ্ক দেখা দিল। গত মঙ্গলবার ভরতপুর থানার পুলিশের তরফে স্থানীয় বিডিও অফিস সংলগ্ন মোড় থেকে ফুটপাথের ব্যবসায়ীদের ১০ দিনের মধ্যেই সরে যাওয়ার নির্দেশ দিলে তাঁদের মধ্যে কাজ হারানোর শঙ্কা প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত, কান্দি-সালার রাজ্য সড়কের পাশেই ভরতপুর ১ নং বিডিও অফিস। প্রায় আড়াই বছর আগে ওই রাস্তা সম্প্রসারণ ও সংস্কারের সময় এলাকার ফুটপাথ জবরদখলকারী ব্যবসায়ীদের সরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তারপর ফের একজন-দুজন করে ফুটপাথে দোকান বসাতে থাকেন। বর্তমানে সংখ্যাটা প্রায় ৩৫। এর মধ্যে একাধিক চায়ের দোকান, ফলের দোকান, খাবারের দোকান, খেলনার দোকান, মাংসের দোকানও আছে। বাসিন্দারা জানান, ফুটপাথ দখল করে দোকান বসার জন্যে ওই রাস্তাটি সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। পাশাপাশি রোজ বেশ যানজটও হতে শুরু করেছে। এদিকে বুধবার রাতে পুলিশের একটি দল ফুটপাথের ব্যবসায়ীদের কাছে গিয়ে দোকান সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে যান। একই সঙ্গে রাস্তার পাশে টোটো পার্কিং না করার কথাও বলা হয়।

সুবর্ণরেখার বর্ষা, শালপাতার পতরপুড়ায় মহুরালার গন্ধ

দেবব্রত বাগ • ঝাড়গ্রাম

মৌরলা মাছ দিয়ে জঙ্গলমহলে রান্না হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী পতরপুড়া।

বর্ষা নামলে সুবর্ণরেখার চরিত্র বদলায়। যে খাল গরমের দুপুরে ফেটে চৌচির হয়ে থাকে, যে বিলে ধুলো ওড়ে, যে জমিতে শুধু ফাটল আর ফাটল— সেই জমিই হঠাৎ জলমগ্ন হয়ে ওঠে। বৃষ্টি নামলেই বাংলার এই পশ্চিম প্রান্তের সাঁকরাইল, গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম, বেলপাহাড়ি, বিনপুর, শিলদা, জামবনি, সর্বত্র পুরনো ডাক ভেসে ওঠে, মহুরালা পড়েছে! চাষি লাঙল ফেলে ছোট জাল ফেলে, মেয়েরা নেমে পড়ে হাঁটু-জলকাদায়। খালবিলের জলে চিকচিক করে ছোট্ট রুপোলি শরীর। বাংলার অন্যত্র যাকে মৌরলা মাছ বলা হয়, সুবর্ণরেখা অঞ্চলের মানুষ তাকে বলে মহুরালা। জঙ্গলমহলের বহু শিশুর শরীর গড়ার নীরব খাদ্যসাথী এই মাছ। গ্রামের মা-ঠাকুমারা জানতেন, বড়ি-ভিটামিনের আগেই শিশুর হাড় মজবুত করে এই ছোট মাছ। বর্ষা এলেই ঘরে ঘরে মহুরালা ওঠার সেই দিন আর নেই। চাষজমিতে নির্বিচারে রাসায়নিকের ব্যবহার, জলাভূমির বদল, ছোট জলজ প্রাণীর বাস্তুতন্ত্র ভেঙে পড়ায় মহুরালার জোগান কমেছে। তাই আজও যখন টানা বৃষ্টির পর খালেবিলে মাছ ওঠে। মহুরালার আসল রূপ হাঁড়িতে নয়, পাতায়। পতরপুড়া নামটার মধ্যেই আছে আগুন, পাতা আর ধোঁয়ার ইতিহাস। সদ্য ধরা মহুরালা মাছ আঁশ ছাড়িয়ে, বেছে, ধুয়ে নিতে হয়। সরষে, জিরে, কাঁচালঙ্কা আর রসুন বেটে নুন, হলুদ মিশিয়ে কাঁচা মাছের সঙ্গে মাখাতে হয়। কাঁচা সরষের তেল একটু বেশি দিয়ে মাখা মাছ কলাপাতা, উনুনের ধিকিধিকে আঁচে লোহার তাওয়ায় রান্না চলে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাথরখাদানে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৮ জন শ্রমিকের। বৃহস্পতিবার সকালে বেঙ্গালুরুর মদাপট্টানায় শ্রমিকরা খাদানে পাথর ভাঙার কাজ করছিলেন। হঠাৎ তাঁদের উপরে একটি বড় পাথরের চাঁই এসে পড়ে। সেই সময়ে সেখানে প্রায় ১০ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন

দিল্লি দরবার

অখিলেশের চ্যালেঞ্জ যোগীকে

সাহস থাকলে সেপ্টেম্বরেই বিধানসভা নির্বাচন করুন

লখনউ: যোগী আদিত্যনাথকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর চ্যালেঞ্জ, সাহস থাকে তো সেপ্টেম্বরেই বিধানসভা নির্বাচন করুন। এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি রীতিমতো দৃঢ়তার সঙ্গে মন্তব্য করেছেন, রামমন্দিরের ভক্তদের দানের টাকা আত্মসাতের ঘটনার পরিণতিতে এবারে নিশ্চিতভাবেই উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতা হারাতে চলেছে বিজেপি। তাদের দ্বিতীয়বার ধাক্কা দিতে চলেছেন ভগবান রামচন্দ্র। অখিলেশের কটাক্ষ, ভগবান রাম এবং সংবিধান-দুইয়ের সঙ্গেই প্রতারণা করেছে বিজেপি। সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো মনে করিয়ে দেন, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে অযোধ্যা-সহ উত্তর প্রদেশের ৪০টি আসনে কিন্তু গোহারা হেরেছিল বিজেপি।

বিজেপিকে আবার ধাক্কা দেবেন ভগবান রামচন্দ্র

বেশ গর্বের সঙ্গে অখিলেশের মন্তব্য, একমাত্র সমাজবাদী পার্টিকেই ভাঙতে পারেনি বিজেপি। সমাজবাদী পার্টির ৫৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সাংবাদিক বৈঠক ডেকেছিলেন দলের সুপ্রিমো। লক্ষণীয়, উত্তরপ্রদেশে নির্বাচন হওয়ার কথা সামনের বছরের ফেব্রুয়ারি বা মার্চে। কিন্তু জনগণনার কারণে নির্বাচন মাস তিনেক এগিয়ে এনে সামনের নভেম্বরে করা যায় কি না তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছিলে যোগী প্রশাসন। কিন্তু রামমন্দিরে প্রণামী চুরির কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় কিছুটা গোঁত খেয়ে গেছে বিজেপি। অখিলেশের মতে, বিজেপি আর কোনও ঘটনায় এতটা বিপাকে পড়েনি। কারণ, রামভক্তদের আস্থায় আঘাত হেনেছে তারা। এই ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থও হয়েছেন তিনি।

অযোধ্যার রামমন্দিরে প্রণামী চুরির ঘটনা নিয়ে বিজেপিকে এক হাত নেন অখিলেশ। তাঁর শ্লেষাত্মক মন্তব্য, প্রভু রাম এতটাই দয়ালু যে তারা যদি সিসিটিভি ক্যামেরা বন্ধ করে কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকে, তা হলে আপনা-আপনিই ফিরে আসবে সব চুরি যাওয়া সামগ্রী। যারা সেগুলো নিয়ে গেছে, বিজেপি যদি তাদের কাছে আবেদন জানায়, তবে ফেরত চলে আসবে সবকিছুই। অখিলেশের কথায়, মর্যাদার প্রথম নাম প্রভু শ্রীরাম এবং দ্বিতীয় নাম সংবিধান। উভয়ের সঙ্গেই চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বিজেপি। অন্যদিকে বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্য, বিশেষ করে বাংলায় ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিজেপি পরিবেশ বিষাক্ত করে তুলছে বলে অভিযোগ করেছেন অখিলেশ।

এআই নিয়ে কড়া বার্তা সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি: বিচার প্রক্রিয়ায় যাচাই না করে এআই ব্যবহারের বিষয়ে কড়া বার্তা দিল শীর্ষ আদালত। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানাল, আদালতের কাজে কৃত্রিম বুদ্ধমত্তা দিয়ে তৈরি ভুয়ো এবং অস্তিত্বহীন পুরনো মামলার উদাহরণ দেওয়ার প্রবণতা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। বিচারপতি পি এস নরসিমা এবং বিচারপতি অলক আরাধের বেঞ্চ জানিয়েছে জিরো টলারেন্স নীতির কথা।

খুনের তদন্তে গেট অ্যানালিসিস

পুণে: পুণের কেতন আগরওয়াল খুনে এবার মামলার জট কাটাতে বাগদত্তা সিয়া গোয়েলের পলিগ্রাফ টেস্টের অনুমতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ পুণে পুলিশ। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, লোনাওয়ালার লোহাগড় দুর্গের পাহাড় থেকে কেতনকে ঠিক কে ধাক্কা মেরে ফেলেছিল, তার কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। তাই অভিযুক্তদের বয়ানের ওপর নির্ভর না করে নতুন সূত্রের খোঁজে এই বিশেষ পরীক্ষার আবেদন জানানো হয়েছে। সবচেয়ে সমস্যা হচ্ছে এই খুনের ঘটনায় কোনও প্রত্যক্ষদর্শী নেই। তার ফলে ভরসা করতে হচ্ছে গেট অ্যানালিসিস পদ্ধতির উপরেই। তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিশিষ্ট লেখক চেতন ভগৎ এক সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেছেন, এই খুনের ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে পারিবারিক লজ্জা। কেন? দেখা গিয়েছে, এই ধরনের পরিবারগুলিতে এমনভাবে একটা ধারণা তৈরি করা হয়, পালিয়ে যাওয়া ঘোরতর লজ্জা এবং অপরাধ। হয়তো সেই কারণেই কেতনকে স্বামী হিসাবে পছন্দ না হওয়া সত্ত্বেও প্রেমিক চেতনের সঙ্গে সে পালিয়ে যেতে চায়নি। পরিণতিতে খুন হতে হল কেতনকে।

বেঙ্গালুরুর ডে-কেয়ার সেন্টারে ভয়াবহ শিশুনির্যাতন

বসিয়ে রাখা হত ওয়াশিং মেশিনে মুখে ছেটানো হত জেট-স্প্রের জল

বেঙ্গালুরু: এতটা নিষ্ঠুর হতে পারে মানুষ! যাদের উপরে ভরসা করে ছেলেমেয়েদের রেখে কর্মক্ষেত্রে কাজে ডুবে থাকতেন বাবা-মায়েরা, তাঁদেরই শেষপর্যন্ত এমন কীর্তি? দুই থেকে তিন বছরের শিশুদের বসিয়ে রাখা হত ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে। কান্নাকাটি করলে মুখে জল ছিটিয়ে দেওয়া হত টয়লেটের জেট স্প্রে দিয়ে, আটকে রাখা হত বাথরুমে। শিশু পরিচর্যাকারীদের এইসব অমানবিক কুকীর্তি ফাঁস হয়েছে বেঙ্গালুরুর ইএএল ক্যাম্পাসের একটি ডেকেয়ার সেন্টারে। তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা ক্যাপজেমিনির কর্মীদের সন্তানদের রাখা হত এখানে। কেয়ারগিভারদের কাছে দুধের শিশুদের রেখে দিয়ে নিশ্চিন্তে অফিসে কাজ করতেন বাবা-মায়েরা। কিন্তু সেই পরিচর্যাকারীদের এমন নিষ্ঠুরতায় স্তম্ভিত সভ্যসমাজ।

শিশুনির্যাতনের এমন নিষ্ঠুর অত্যাচারের ঘটনা জানাজানি হওয়ার পরে বেঙ্গালুরুর ক্যাপজেমিনি ক্যাম্পাসের ডে-কেয়ার সেন্টারটি আপাতত বন্ধ করে দিল সংস্থা। শিশুদের উপর ঘৃণ্য অত্যাচারের অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর কেপজেমিনির তরফ থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিছুদিন আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় কয়েকটি ভিডিও ভাইরাল হয়, যেখানে দেখা যায়, ক্যাপজেমিনির বেঙ্গালুরু ক্যাম্পাসের ভিতরে চলা ডে-কেয়ার সেন্টারে দু'বছরের শিশুদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে। শিশুরা কাঁদলে তাঁদের শাস্তি দেওয়ার নামে ফ্রন্ট-লোডিং ওয়াশিং মেশিনের ড্রামের ভিতরে বসিয়ে রাখা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, জেট স্প্রে দিয়ে মুখে জল ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বাথরুমে আটকে রাখা হচ্ছে। এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতে পুলিশ ৫ জন মহিলার নামে এফআইআর করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

ডে-কেয়ার কেন্দ্রটি সরাসরি ক্যাপজেমিনি পরিচালনা করত না ক্যাম্পাসের ভিতরে কোনও থার্ড পার্টি এটি চালাত সেটা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা। কর্নাটক স্টেট কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস-ও ঘটনাটিতে হস্তক্ষেপ করেছে। একটি আবেদনের ভিত্তিতে কমিশন গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। প্রশাসনের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। এছাড়া স্বাধীনভাবে তদন্তও করতে পারে কমিশন, এমনটাই জানা যাচ্ছে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া সত্ত্বেও কেন এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হল না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন সাধারণ মানুষ।

প্রসঙ্গত, চাকরিজীবী বাবা-মায়েরা তাঁদের সন্তানদের এই ডে-কেয়ারে রেখে কর্মক্ষেত্রে যেতেন। সেই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে শিশুদের উপর একাধিক শাস্তিমূলক এবং নির্যাতনমূলক আচরণ করা হত বলে দেখা গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এমন একটি মর্মান্তিক ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সংস্থার তরফ থেকে বলা হয়েছে, ক্যাপজেমিনির কাছে কর্মী ও তাঁদের পরিবারের নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঘটনার প্রকৃত সত্য উদঘাটনে সংস্থার তরফ থেকে তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে অন-ক্যাম্পাস ডে-কেয়ার সেন্টারটি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হচ্ছে।

বিজেপিকে তোয়াজ করে চলার পুরস্কার?

এইচডিএফসির নয়া চেয়ারম্যান প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার

নয়াদিল্লি: বিজেপিকে তোয়াজ করার জন্য প্রাইজ পোস্টিং! মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করার বদলে বিজেপিকে দৃষ্টিকটুভাবে একের পর এক সুবিধে পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল যে রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে, তাঁকেই বসানো হল দেশের বৃহত্তম বেসরকারি ব্যাঙ্ক এইচডিএফসি-র চেয়ারম্যান পদে। এখানেই শেষ নয়, বিজেপির প্রতি একান্ত আনুগত্যের পুরস্কার হিসেবে তাঁকে নিযুক্ত করা হল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর পদেও। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক তরজা। উঠেছে সমালোচনার ঝড়ও। জানা গিয়েছে, এব্যাপারে মিলেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদন। প্রাক্তন মুখ্যনির্বাচন কমিশনারের এই দুটি পদে কার্যকালের মেয়াদ যথাক্রমে ৩ এবং ৪ বছর। ৩০ জুন থেকেই শুরু হয়েছে সেই মেয়াদ। লক্ষণীয়, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের সময় দেশের মুখ্য নির্বাচন

কমিশনার ছিলেন এই রাজীব কুমারই। সেই সময় তাঁর বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়ে উঠেছিল গুরুতর প্রশ্ন। অভিযোগ উঠেছিল, বিজেপির পক্ষে কাজ করছে কমিশন। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে, কেন হঠাৎ এই নিয়োগ। মূল তাৎপর্য এখানেই। এই পদে আগে ছিলেন অতনু চক্রবর্তী। ব্যাঙ্ক পরিচালনায় যাঁর দক্ষতা প্রশ্নাতীত। কিছু গত মার্চে আচমকাই ইস্তফা দেন অতনু চক্রবর্তী। কেন? তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, ব্যাঙ্কের ভেতরে এমন কিছু ঘটনা ঘটছে এবং এমন কিছু কাজকর্ম চলছে, যা আমার ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ও নৈতিকতার পরিপন্থী। অর্থাৎ দুর্নীতি এবং অনিয়মের স্পষ্ট ইঙ্গিত। বেশ কিছুদিন খালি পড়ে থাকার পরে এবার সেই পদেই বসানো হল বিজেপির আস্থাভাজন রাজীব কুমারকে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ব্যাঙ্ক পরিচালনায় তাঁর কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। তবে ব্যাঙ্কে বিজেপির প্রভাব বাড়বে নিশ্চিতভাবেই।

ব্যাকডোর দিয়ে সংসদে বিল পাশ?

নয়াদিল্লি: বিরোধীদের তুমুল বিক্ষোভে সংসদে পিছু হটেছিল মোদি সরকার। ৫ বছর জেল হতে পারে এমন গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে একমাস বিচারবিভাগীয় হেফাজতে থাকলেই হারাতে হবে মন্ত্রীর পদ। রেহাই পাবেন না প্রধানমন্ত্রী কিংবা মুখ্যমন্ত্রীও। গত বছরই এই সংক্রান্ত সংবিধানের ১৩০ তম সংশোধনী বিল সংসদে পেশ করতে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সামনের দরজা বন্ধ থাকায় এবার ব্যাকডোর দিয়ে সেই বিল ২০ জুলাই শুরু হতে চলা বাদল অধিবেশনে পাশ করাতে মরিয়া বিজেপি। ১৭ জুলাই বিলের রিপোর্ট পেশ করতে চলেছে যৌথসংসদীয় কমিটি। এই আইন যাতে রাজনৈতিক প্রতি হিংসার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়, সে বিষয়ে সতর্কতামূলক সুপারিশও রিপোর্টে থাকতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

দেশ বিদেশ

3 July, 2026 • Friday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের আবহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার ভারতের ঘরোয়া বাজারে পেট্রল-ডিজেলের দাম কমাতে পারে বলে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসমন্ত্রী হরদীপ সিংহ পুরী বৃহস্পতিবার জানিয়ে দিলেন, আপাতত তার কোনও সম্ভাবনাই নেই

যোগীরাজ্যে রামমন্দির অনুদান তছরুপ

বড় মাথাদের আড়াল করে নিচুতলার কর্মীদেরই বলির পাঁঠা বানানো হচ্ছে?

নয়াদিল্লি: রামমন্দিরের ভিতর থেকে স্বয়ং রামলালার কাছে দান করা পুণ্যার্থীদের বিপুল অর্থ ও ধনরত্ন উধাও। ডবল ইঞ্জিন সরকারের রাজত্বে খোদ ভগবান রামের ধন চুরি হওয়ার ঘটনায় যখন দেশজুড়ে তোলপাড় চলছে, তখন প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করার মারাত্মক অভিযোগ উঠল। চুনোপুঁটিদের শাস্তি দিয়ে রাঘববোয়ালদের আড়াল করা হচ্ছে বলে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন ধৃত চালকের পরিবার। এদিকে রামমন্দিরের অনুদান আত্মসাতের অভিযোগের তদন্তে অযোধ্যা পুলিশ নতুন করে অভিযান শুরু করেছে। এই মামলার

মোদির দিকে ইঙ্গিত ভিএইচপি নেতার

অন্যতম মূল অভিযুক্ত লবকুশ মিশ্রের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছে এবং অবিনাশ শুক্লা নামে অপর এক অভিযুক্তের কাছ থেকে ২০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ এখন কারাবন্দি আট সন্দেহভাজনের সম্পত্তির ওপর নজর দিচ্ছে, কারণ লবকুশ মিশ্র অযোধ্যার শাহাদাত গঞ্জ এলাকায় ২৩ লক্ষ টাকার একটি বড় জমি কিনেছেন বলে তথ্য মিলেছে। গত ৭ জুন সমাজবাদী পার্টির নেতা তেজ নারায়ণ 'পবন' পাণ্ডে প্রথম অভিযোগ তোলেন যে, মন্দিরের চড়াওয়া থেকে প্রায় ৫ থেকে ৭.৫ কোটি টাকা তছরুপ করা হয়েছে। তদন্তে নেমে পুলিশ ইতিমধ্যেই আটজন সন্দেহভাজনের মধ্যে সাতজনের কাছ থেকে নগদ প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে। গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তদের তালিকায় রয়েছেন অনুকল্প মিশ্র, লবকুশ মিশ্র, রাম শঙ্কর যাদব 'টিঙ্কু', মণীশ যাদব, সুভাষ শ্রীবাস্তব, অবিনাশ শুক্লা, রমাশঙ্কর মিশ্র এবং করুণেশ পাণ্ডে। পুলিশ সূত্রের খবর, অবিনাশ শুক্লার ঘর থেকে ১২ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে এবং গত সপ্তাহে তাঁর ভাই ট্রাস্টকে প্রায় ৮.৪ লক্ষ টাকা ফেরত দিয়েছেন। এ ছাড়া তাঁর কাছ থেকে ৯০০ থেকে ১০০০ মার্কিন ডলার বিদেশি মুদ্রাও উদ্ধার করা হয়েছে। বাকিদের মধ্যে করুণেশ পাণ্ডের কাছ থেকে ১৮.০৭ লক্ষ, অনুকল্প মিশ্রের কাছ থেকে ১৬.৮২ লক্ষ, লবকুশ মিশ্রের কাছ থেকে ১৪.২৫ লক্ষ, রমা শঙ্কর মিশ্রের কাছ থেকে ৭.৩২ লক্ষ, মণীশ যাদবের কাছ থেকে ২ লক্ষ এবং রামশঙ্কর যাদব 'টিঙ্কু'র কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে। তবে অষ্টম অভিযুক্ত সুভাষ শ্রীবাস্তবের বাড়ি থেকে কিছু পাওয়া যায়নি। গ্রেপ্তার হওয়া অনুকল্প ও লবকুশ পরস্পরের আত্মীয় এবং তাঁরা ট্রাস্টের প্রভাবশালী সদস্য ও আরএসএস নেতা অনিল মিশ্রর আত্মীয়, যিনি গত সপ্তাহে পদত্যাগ করেছেন। অন্যদিকে, ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাইয়ের সহযোগী রামশঙ্কর যাদব এবং মণীশ যাদবও পরস্পরের আত্মীয়। চম্পত রাইও গত সপ্তাহে পদত্যাগ করেছেন। তদন্তে জানা গেছে, ধৃত আটজনের মধ্যে ছ-জন বারাণসীর 'সৈনিক সিকিউরিটি সার্ভিসেস' নামে একটি নিরাপত্তা সংস্থার কর্মী ছিলেন। এই সংস্থাকে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)-এর নয়া ঘাট শাখা মন্দিরের টাকা গণনার কাজের জন্য নিয়োগ করেছিল। সংস্থার মালিক গৌরব সিং জানিয়েছেন, ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষই তাঁদের ১৯ জনের নাম সুপারিশ করেছিল এবং তাঁরা কেবল হাউসকিপিং বা পরিচ্ছন্নতার কাজের জন্য কর্মী পাঠিয়েছিলেন। টাকা গণনার দায়িত্বে তাঁদের কীভাবে দেওয়া হল, তা ব্যাঙ্কই বলতে পারবে।

এদিকে, ধৃত রামশঙ্কর যাদব ওরফে টিঙ্কু যাদবের ভাই দিনেশ যাদব এক সাক্ষাৎকারে দাবি করেছেন, তাঁর ভাইকে 'বলির পাঁঠা' বানানো হচ্ছে এবং চম্পত রাই ও অনিল মিশ্রর মতো 'বড় বড় মাথা'দের আড়াল করার চেষ্টা চলছে। তিনি জানান, তাঁর ভাই প্রায় ২০ বছর ধরে চম্পত রায়ের গাড়িচালক হিসেবে সততার সঙ্গে কাজ করেছেন, অথচ এখন মাত্র ১ লক্ষ টাকা উদ্ধারের দায়ে তাঁকে মূল অপরাধী সাজানো হচ্ছে। এই বিতর্কের মাঝেই আগামী সপ্তাহে শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হতে চলেছে, যেখানে চম্পত রাই ও অনিল মিশ্রর পদত্যাগপত্রের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। পুলিশ ইতিমধ্যেই চম্পত রাইয়ের বয়ান রেকর্ড করেছে এবং মন্দিরে মোতায়েন থাকা প্রায় ৪০০ বেসরকারি নিরাপত্তা কর্মীর ভূমিকা খতিয়ে দেখছে। গত ১৩ জুন উত্তরপ্রদেশ সরকার একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গঠন করে, যার প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে ২৫ জুন এফআইআর দায়ের করে আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এসআইটি জানতে পেরেছে যে, নিয়মবহির্ভূতভাবে টিঙ্কু যাদবের কাছে একাধিক অনুদান বাক্সের চাবি ছিল। এই ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক পারদও চড়ছে। কংগ্রেস এই এসআইটি রিপোর্ট জনসমক্ষে আনার দাবি জানিয়েছে এবং বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে অপরাধীদের আড়াল করার অভিযোগ তুলেছে। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বিরোধীদের বিরুদ্ধে এই বিষয়টিকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের পাল্টা অভিযোগ এনেছেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সভাপতি অলোক কুমার স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, এই চুরির ঘটনায় ভিএইচপি কোনওভাবেই দায়ী নয়। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর থেকেই মন্দিরের নির্মাণ বা পরিচালনার সাথে তাঁদের কোনও যোগ নেই। এই মন্তব্য করে তিনি প্রধানমন্ত্রীর দফতরের দিকে কৌশলে দায় ঠেললেন বলে মনে করছেন অনেকে। অলোক কুমার আরও বলেন, নৈতিকতার খাতিরে ভিএইচপির আন্তর্জাতিক সহ-সভাপতি চম্পত রাইয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি তাঁরা বিবেচনা করবেন, তবে তার আগে তদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করা হবে। তিনি দ্রুত তদন্ত ও ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

রামমন্দির ট্রাস্টের প্রাক্তন প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আইনজীবীদের

অযোধ্যা: পদ ছাড়লেও বিপদ কাটছে না 'শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট'-এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাইয়ের। রামমন্দিরে প্রণামীর টাকা চুরিকাণ্ডে এবার পুলিশের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়ল। রামমন্দিরের প্রণামীর টাকা চুরির ঘটনায় প্রথম থেকেই অযোধ্যার আইনজীবীদের মধ্যে চম্পতের বিরুদ্ধে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। শুধু তাই নয়, তিনি অযোধ্যা ছেড়ে না গেলে বৃহত্তর আন্দোলনের

হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন আইনজীবীরা। অবশেষে বৃহস্পতিবার দুপুরে অযোধ্যার রাম জন্মভূমি থানায় গিয়ে তাঁরা ট্রাস্টের প্রাক্তন প্রধান চম্পতের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা দেন। চম্পতের বিরুদ্ধে এফআইআর রুজুর কথাও বলেন।

প্রসঙ্গত, প্রণামী চুরির ঘটনায় ধৃত আট জনের মধ্যে অন্যতম রামশঙ্কর যাদব ওরফে তিন্নু যাদব ছিলেন চম্পতের গাড়ির চালক এবং তাঁর অতি-ঘনিষ্ঠ। চম্পত দাবি করেছেন, প্রণামী চুরিকাণ্ডের পেছনে রয়েছেন তিন্নু। তবে এই নিয়ে বিতর্ক শুরু হওয়ার পর থেকেই ট্রাস্ট থেকে পদত্যাগ করেন চম্পত। নিরপেক্ষ তদন্তের খাতিরেই যে তিনি সরে দাঁড়াচ্ছেন সেই কথাও তখন জানিয়েছিলেন। কিন্তু এতে চিঁড়ে ভিজছে না। এই বিরাট দুর্নীতির কথা ট্রাস্টের পদাধিকারীরা জানতেন না তা বিশ্বাস করছেন না যোগীরাজ্যের সাধারণ মানুষ। এই আবহে এবার চম্পতের পাশাপাশি তাঁর দুই সহযোগী অনিল মিশ্র এবং গোপাল রাইয়ের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হল। জানা গিয়েছে, শীঘ্রই একটি বৈঠকে বসতে চলেছে 'শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট'। সেখানে চম্পতের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে। তবে এর মাঝেই চম্পতের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ায় তদন্ত কোন দিকে মোড় নেয় সেটাই দেখার। রামমন্দিরে প্রণামীর টাকা চুরির মামলায় এখনও পর্যন্ত আট জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। চম্পতের গাড়ির চালক তিন্নু ছাড়াও অবিনাশ শুক্লা, অনুকল্প মিশ্র, লবকুশ মিশ্র, মণীশকুমার যাদব, করুণেশ পাণ্ডে, রামশঙ্কর মিশ্র এবং সুভাষ শ্রীবাস্তব রয়েছেন সেই তালিকায়। চম্পতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আগেও তাঁর বয়ানও রেকর্ড করা হয়েছে। তবে এবার চম্পতকে প্রণামী চুরির অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য এবং নথিপত্র জমা দিতে বলা হয়েছে।

ভেনেজুয়েলায় ভূমিকম্পে মৃত্যু বেড়ে ২২৯৫, ধ্বংসস্তূপ জুড়ে লাশপচা গন্ধ

কারাকাস: ভেনেজুয়েলায় ভয়াবহ জোড়া ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা বেড়ে প্রায় আড়াই হাজারে পৌঁছেছে। দুর্যোগের এক সপ্তাহ পরও ধ্বংসস্তূপের নিচে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন। উদ্ধারকর্মীরা বলছেন, জীবিত কাউকে উদ্ধারের সম্ভাবনা দ্রুত ক্ষীণ হয়ে আসছে। বুধবার দেশটির জাতীয় পরিষদের সভাপতি হোর্হে রদ্রিগেজ জানান, এখন পর্যন্ত ২ হাজার ২৯৫ জনের মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত হয়েছে। এছাড়া ১১ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়েছেন এবং প্রায় ১৩ হাজার মানুষ গৃহহীন হয়েছেন। ভূমিকম্পের এক সপ্তাহ পরও দেশজুড়ে শোক ও অনিশ্চয়তার পরিবেশ বিরাজ করছে। পরিস্থিতির ভয়াবহতা বিবেচনায় অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজ সাতদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, এই মানবিক বিপর্যয়ে দেশের 'আত্মা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।' সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাজধানী কারাকাসের উত্তরের লা গুয়ারিয়া শহর। ধসে পড়া অধিকাংশ ভবনে 'ডি' চিহ্ন দেওয়া হয়েছে, যার অর্থ সেখানে অনুসন্ধান চালিয়ে জীবিত কাউকে পাওয়া যায়নি। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, ভবন ধসে পড়ার প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর থেকেই দুর্গন্ধ বের হওয়া শুরু করে। এখন ভেঙে পড়া ভবনের চারপাশে লাশের দুর্গন্ধ তীব্র হচ্ছে। তবে যাদের প্রিয়জন সেসব ধ্বংসস্তূপে আছেন তারা এই দুর্গন্ধের পরও সরে যাননি। তারা ধ্বংসস্তূপের পাশেই অবস্থান করছেন। প্রিয়জনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায় কিনা সেই আশায় আছেন। তাঁদের একজন হলেন মিরেল্লা হেরেরা। তিনি তার ছেলের ধসে পড়া বাড়ির পাশে শুরুর দিন থেকে অপেক্ষা করছেন। সিএনএনকে এই নারী বলেছেন, 'এই অপেক্ষা পাগল হয়ে যাওয়ার মতো। আমি যতটা উদগ্রীব হয়ে আছি, নিজেকে সুস্থ রাখতে জল খাচ্ছি, হাঁটছি... আমি ভাবি তারা (আটকে পড়ারা) কেমন আছে। যদি তারা এখনও বেঁচে থাকে তাহলে তারাও হয়তো সেখান থেকে বের হওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে।' স্পেনের উদ্ধারকারী দলের সমন্বয়কারী হাভিয়ের রোডস বলেন, যেখানে জীবিত উদ্ধারের সম্ভাবনা নেই, সেখানে আর সময় ব্যয় করা হচ্ছে না। তবে হতাশার মধ্যেও মঙ্গলবার ধ্বংসস্তূপ থেকে তিন বছর বয়সি এক শিশুকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে।

এক শতাব্দীর বেশি সময়ের মধ্যে ভেনেজুয়েলায় সবচেয়ে শক্তিশালী এই ভূমিকম্পের ছয় দিন পর শিশুটির জীবিত উদ্ধার হওয়া বিরল ঘটনা হিসেবে দেখা হচ্ছে। যদিও বিশেষজ্ঞদের মতে, ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়া মানুষের ৭২ ঘণ্টার বেশি বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। রাষ্ট্রসংঘের হিসাব অনুযায়ী, এখনও প্রায় ৫০ হাজার মানুষ নিখোঁজ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি ‘অর্ধাঙ্গিনী’ বেশ সফল হয়েছিল। এবার আসছে তারই সিক্যুইল ‘আজও অর্ধাঙ্গিনী’। চলতি মাসেই মুক্তি পাবে এই ছবি। মুখ্য ভূমিকায় ফিরছেন জয়া আহসান, চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায় এবং কৌশিক সেন

সিনেস্কোপ

১১
৩ জুলাই ২০২৬
শুক্রবার

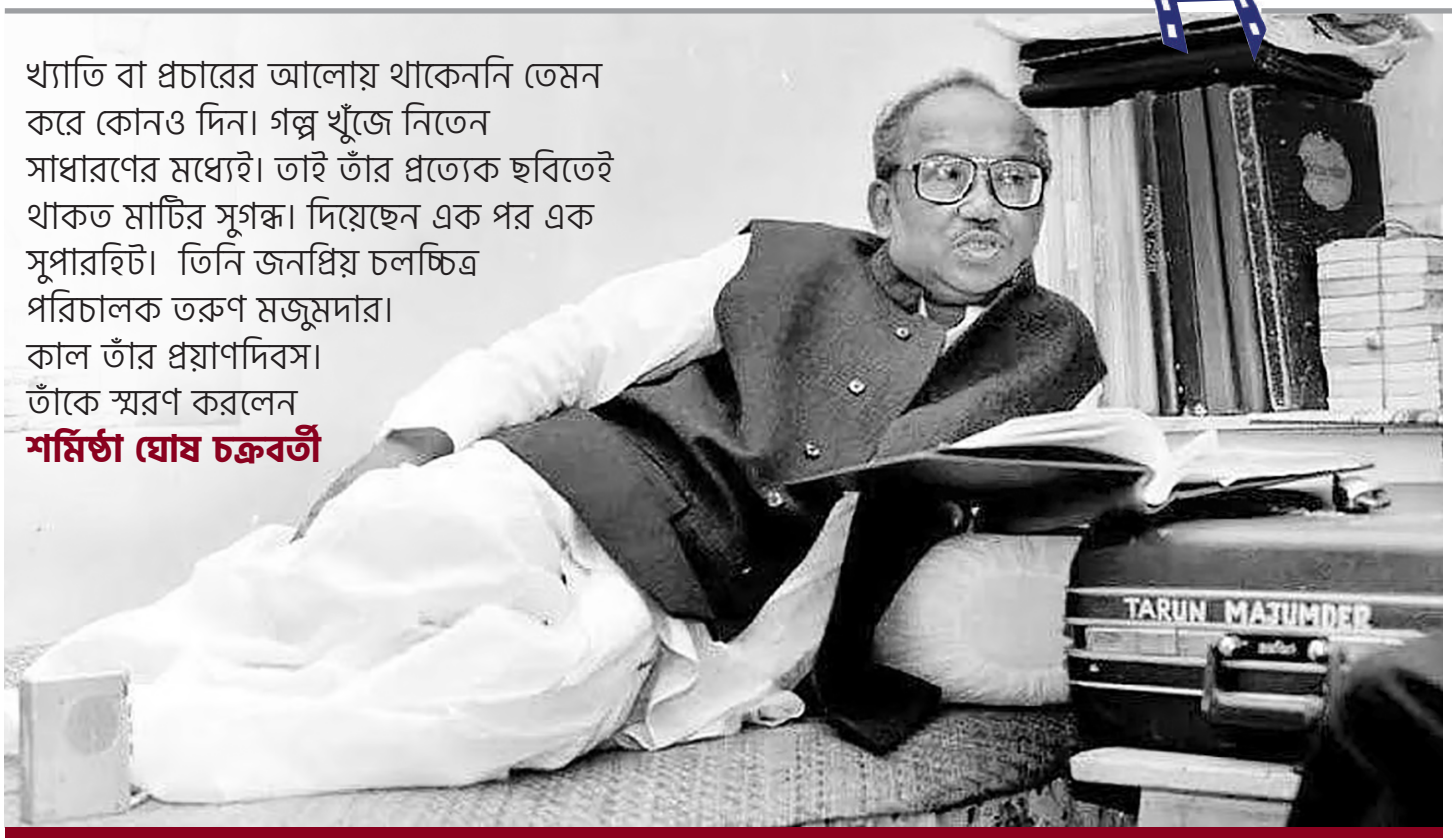

খ্যাতি বা প্রচারের আলোয় থাকেননি তেমন করে কোনও দিন। গল্প খুঁজে নিতেন সাধারণের মধ্যেই। তাই তাঁর প্রত্যেক ছবিতেই থাকত মাটির সুগন্ধ। দিয়েছেন এক পর এক সুপারহিট। তিনি জনপ্রিয় চলচ্চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদার। কাল তাঁর প্রয়াণদিবস। তাঁকে স্মরণ করলেন

শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী

বাংলা চলচ্চিত্রের চিরতরুণ

‘কলেজের পাট চুকিয়ে যখন ভাবছি এবার কী করব, কোন পথ ধরা যায়, এমন সময় বলা নেই কওয়া নেই মনের মধ্যে একটা পুরোনো পোকা কুটুস করে কামড় বসালো। এই পোকাটির নাম যে সিনেমা পোকা তা বুঝতে সময় লেগেছে।’

কথাটি বরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক তরুণ মজুমদারের। নিজের জীবনের স্মৃতিচারণায় একথা লিখেছেন তিনি। সদ্য কলেজ পাশ করা এক পাগল যুবক। চোখে হাজার স্বপ্ন আর পাগলামি সিনেমা করার। ওপার বাংলার বগুড়ায় কেটেছিল তাঁর শৈশব। বাবা বীরেন্দ্র মজুমদার ও পরিবারের বাকি পুরুষ অভিভাবকরা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাই ছেলেবেলায় বাবা-কাকাদের বেশিরভাগ সময় জেলবন্দি থাকতেই দেখেছেন। দেশভাগের পর সপরিবার চলে আসেন এপার বাংলায়। কলকাতার স্কটিশ চার্চ এবং সেন্ট পলস স্কুলের ছাত্র তরুণ কলেজ পাশ করে চেয়েছিলেন সিনেমা করতে।

তপন সিনহা, সত্যজিৎ রায় ও সন্ধ্যা রায়ের সঙ্গে তরুণ মজুমদার

বিনে পয়সার শিক্ষানবিশ

সেই যুগে ফিল্মি দুনিয়ায় কাজ বা বড়পর্দায় অভিনয় করা ছিল একপ্রকার অচ্ছুত। তবুও সেই জগৎটাই বারংবার হাতছানি দিয়েছিল তাঁকে। তরুণ মজুমদারের মামা তাঁকে প্রথম নিয়ে গেলেন পার্ক সার্কাসের রূপশ্রী স্টুডিওতে। যদিও সেখানে বেশিদিন কাজ করেননি। চলে এলেন মামার ফিল্ম পাবলিসিটি সংস্থায়। কানন দেবীর প্রোডাকশনের একটি ছবির পাবলিসিটির কাজ পেয়েছিল তাঁর মামার প্রচার সংস্থা। সেই সূত্রে কানন দেবীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়। যে আলাপ তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। নব্য যুবক তরুণের কাজ দেখে পছন্দ হয় কানন দেবীর। তিনি তাঁকে নিজের ‘শ্রীমতী পিকচার্স’-এ ডেকে নেন। কাজ শেখার তাগিদে ‘শ্রীমতী পিকচার্স’-এ পাঁচ বছর বিনা পারিশ্রমিকে অ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে কাজ করলেন তরুণ মজুমদার।

প্রথম পরিচালনায়

শ্রীমতী পিকচার্সের ব্যানারে রাজগিরে তখন চলছে ‘রাজলক্ষ্মী এবং শ্রীকান্ত’ ছবির শ্যুটিং। সেই ছবির নামভূমিকায় উত্তম-সুচিত্রা। একদিন দিন শ্যুটিং সেরে গোটা ইউনিট গরুর গাড়ি করে ফিরছে। সূর্য তখন পশ্চিমে। তরুণ মজুমদার নিজের মনেই বলে উঠলেন, ‘সিল্যুয়েটে গরুর গাড়ির এই দৃশ্যটার শট নিলে কী যে ভাল হত!’ ওই সময় তিনি খেয়াল করেননি যে তাঁর পিছনেই রয়েছেন উত্তমকুমার। তখন উত্তমকুমার তাঁকে বললেন, ‘আপনি নিজে ছবি পরিচালনা করছেন না কেন? ছবি করুন আমি আর রমা (সুচিত্রা সেন) নায়ক-নায়িকা হব।’ শ্রীমতী পিকচার্সেই পরিচয় হয়েছিল দিলীপ এবং শচীন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সেই দিলীপ, শচীন এবং তরুণ মজুমদার তিনজনে মিলে তৈরি করলেন ‘যাত্রিক গোষ্ঠী’। তৈরি হল ‘যাত্রিক’-এর প্রথম ছবি উত্তম-সুচিত্রার ‘চাওয়া-পাওয়া’। প্রথম ছবিই সুপারহিট। এরপর ‘স্মৃতিটুকু থাক’, ‘কাঁচের স্বর্গ’ পরপর হিট ছবি। তরুণ মজুমদারের ‘কাচের স্বর্গ’ ছবিটি প্রথম জাতীয় পুরস্কার পায়। যে ছবিতে ‘যাত্রিক গোষ্ঠী’রই দিলীপ মুখোপাধ্যায় উঠে এলেন নায়ক হিসেবে। এরপর মনোজ বসুর ‘আংটি চাটুজ্জ্যের ভাই’ গল্পটি নিয়ে একটি চিত্রনাট্য লিখলেন তরুণ মজুমদার। ছবির নাম দিলেন ‘পলাতক’। নায়ক অনুপকুমার। বম্বের বিখ্যাত ‘রাজকমল কলামন্দির’-এর ব্যানারে ভি শান্তারাম ছবিটার প্রযোজনা করেন। তৈরি হল ‘পলাতক’। পরেরটা ইতিহাস। এরপর তিনি বেরিয়ে আসেন ‘যাত্রিক’ থেকে। তাঁর প্রথম একক পরিচালনার ছবি ‘আলোর পিপাসা’। এই ছবিতে অভিনয় করেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং সন্ধ্যা রায়।

ছিলেন স্বতন্ত্র

তরুণ মজুমদারের প্রকৃত যাত্রা শুরু ছয়ের দশক থেকে। বাংলা চলচ্চিত্র জগতে তখন একদিকে সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণাল। পাশাপাশি রয়েছেন তপন সিংহ, রাজেন তরফদার, হরিসাধন দাশগুপ্ত, অগ্রগামী-অগ্রদূত, অজয় কর, নীরেন লাহিড়ী, অসিত সেন, সুধীর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। বাংলা সিনেমায় উজ্জ্বল তখন উত্তমকুমার, বসন্ত চৌধুরী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, কালী ব্যানার্জি, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সুচিত্রা-সাবিত্রী-মাধবী-অরুন্ধতী-কাবেরী-সুপ্রিয়া। সংগীত পরিচালনায়, সংগীত রচনায় হেমন্ত-শ্যামল-সতীনাথ-সুধীন দাশগুপ্ত, নচিকেতা ঘোষ-গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার-পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়-সন্ধ্যা-লতা-গীতা দত্ত প্রমুখ। তরুণ মজুমদার এলেন ঠিক এই সময়। ছিলেন স্বতন্ত্র। মহানায়ক উত্তমকুমার যেমন তাঁর পরিচালনায় কাজ করেছেন আবার উত্তমকুমারের নাতি গৌরব চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর ছবিতে প্রথম হিরো হয়েছেন। এতগুলো প্রজন্মের মধ্যে সেতুবন্ধন শুধু তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। বাঙালির খুব চেনা রং, গন্ধ, পরিবেশ, মানুষদের সঙ্গে নিয়ে কাটিয়ে দিতে পেরেছিলেন প্রায় পাঁচ যুগ। তাঁর ছবিতে উঠে এসেছে প্রান্তিক, মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন, প্রেম, পরিবার, পাওয়া, না-পাওয়া, সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্নার জীবনালেখ্য। তাঁর পরিচালিত ছবিগুলি যেমন বালিকা বধূ, শ্রীমান পৃথ্বীরাজ, ফুলেশ্বরী, নিমন্ত্রণ, এতটুকু বাসা, দাদার কীর্তি, আপন আমার আপন, ঠগিনী, পলাতক, সংসার সীমান্তে, গণদেবতা, পথ ও প্রাসাদ, মেঘমুক্তি, কুহেলী, শহর থেকে দূরে, পথভোলা, আগমন, ভালোবাসা ভালোবাসা, আলো, চাঁদের বাড়ি, ভালোবাসার বাড়ি আজও সিনেমাপ্রেমীদের মনে চির অম্লান হয়ে আছে।

তরুণ-সন্ধ্যা

ঋতুপর্ণ ঘোষ বলেছিলেন, ‘তরুণ মজুমদারের ছবিতে সন্ধ্যা রায় যেন গ্রাম-বাংলার মুখ।’ এই দুই জুটি আড়াই দশকের বেশি সময় ধরে বাংলা সিনেমায় গড়েছেন মাইলফলক। ‘পলাতক’ ছবিতে তাঁদের একসঙ্গে প্রথম কাজ। এরপর ‘আলোর পিপাসা’, ‘নিমন্ত্রণ’, ‘সংসার সীমান্তে’, ‘ফুলেশ্বরী’, ‘খেলার পুতুল’— তাঁর একের পর এক ছবির হিট নায়িকা সন্ধ্যা রায়। একসঙ্গে কাজ করতে গিয়েই ভালবাসা এবং বিয়ে। সেই বিয়ের প্রীতিভোজে হাজির ছিলেন গোটা টলিউড। পরবর্তীতে এই দম্পতি শুধু নিজেরাই হিট ছবি দেননি, তৈরি করেছেন নতুন স্টারও। মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস পাল, মহুয়া রায়চৌধুরী, দেবশ্রী রায় এঁরা সকলে তাঁদের হাতেই তৈরি।

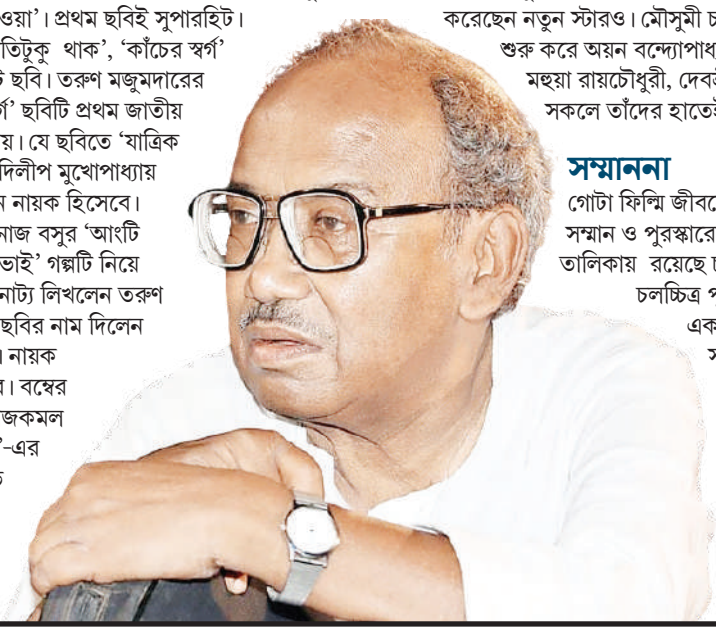

সম্মাননা

গোটা ফিল্মি জীবনে তাঁর প্রাপ্ত সম্মান ও পুরস্কারের সংগ্রহের তালিকায় রয়েছে চারটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-সহ একাধিক বিএফজেএ সম্মান, ফিল্মফেয়ার পুরস্কার ও একটি আনন্দলোক পুরস্কার। পেয়েছেন পদ্মশ্রী সম্মানও।

মাঠে ময়দানে

3 July, 2026 • Friday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছবিতে বিশ্বকাপ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাথুম নিশঙ্কার কবজিতে অস্ত্রোপচার। ভারতের বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজে খেলতে পারবেন না

মাঠে ময়দানে

3 July, 2026 • Friday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

১৩
৩ জুলাই ২০২৬
শুক্রবার

মেসির মানের ফুটবল কেনের

আটলান্টা, ২ জুলাই : কঙ্গোর বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়া ইংল্যান্ডকে কার্যত একাই বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় তুলেছেন হ্যারি কেন। জোড়া গোল করে নায়ক বায়ার্ন মিউনিখের স্ট্রাইকার। দলের এই তারকা স্ট্রাইকারের পারফরম্যান্সে মুগ্ধ সতীর্থ অ্যান্টনি গর্ডন। এই উইঙ্গারের মতে, কেন এখন এমন এক পর্যায়ে খেলছেন, যার তুলনা করা যায় লিয়োনেল মেসির সঙ্গে।

চলতি বিশ্বকাপে পাঁচ গোল করে ফেলেছেন কেন। সর্বোচ্চ গোলদাতার গোল্ডেন বুটের লড়াইয়ে এখন মেসি ও কিলিয়ান এমবাপের চেয়ে মাত্র এক গোল পিছিয়ে ইংল্যান্ডের ফরোয়ার্ড। পেলের ১২ গোলের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন। কেন সম্পর্কে গর্ডন বলেছেন, প্রতিদিন তাঁর সঙ্গে থাকা আমাদের কাছে দারুণ ব্যাপার। কারণ, ফুটবল বিশ্বের একেবারে চূড়ায় থাকা একজন বিশ্বমানের খেলোয়াড়কে খুব কাছ থেকে দেখার অনুভূতি সত্যিই আলাদা। মেসি ছাড়া ফুটবল ইতিহাসে আর কোনও খেলোয়াড় বোধহয় এমন অবিশ্বাস্য ফর্মে একটা মরশুম কাটায়নি। আর মেসি তো সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার। এ থেকেই বোঝা যায় যে, কেন এখন কতটা উঁচুমানের ফুটবল খেলছে।

ডি আর কঙ্গোর বিরুদ্ধে ম্যাচ শুরুর আগে এইভাবে সতীর্থদের তাতাচ্ছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক কেন।

দুরন্ত প্রত্যাবর্তনে কঙ্গোকে হারানোর পর মাঠেই ভক্তদের অভিবাদন গ্রহণ করে বিজয়োৎসবে মেতে ওঠেন ইংল্যান্ডের ফুটবলাররা। উচ্ছ্বাসের মধ্যেই মাঠে সতীর্থদের সতর্ক থাকার বার্তা দেন কেন। সতীর্থ গর্ডন বলেছেন, কেন আমাদের বলছিল যে, এই জয় আমাদের সত্যিকারের পরিচয় তুলে ধরছে না এবং এর মাধ্যমেই আমরা টুর্নামেন্ট জিতে যাচ্ছি না। তবে অত্যন্ত পরিশ্রম করে পাওয়া এই জয়টা আমাদের উপভোগ করা উচিত।

কেন অবশ্য নিজেকে মেসি-রোনাল্ডোর সঙ্গে নিজের তুলনায় যেতে চাননি। শুধু পরিশ্রমের কথা বলেছেন। ইংল্যান্ড তারকার কথায়, আমরা অনুশীলনে প্রচুর পরিশ্রম করি। চোট সামলে খেলি, আইস বাথ নিই। ধারাবাহিকতা এগুলোর উপরই নির্ভর করে।

কাল দ্বিতীয় টি-২০, প্রশ্ন তিলককে নিয়ে

ম্যাঞ্চেস্টার, ২ জুলাই : সঞ্জু স্যামসন, ইশান কিশানরা লাগাতার ব্যর্থ হচ্ছেন। আয়ারল্যান্ডের পর চেস্টার লি স্ট্রিটেও রান পেলেন না এই দুজন। ফলে প্রশ্ন উঠছে কেন বৈভব সূর্যবংশীকে খেলানো হবে না।

কেন তিলক, কেন নেই বৈভব? ম্যাঞ্চেস্টারে চর্চা।

শনিবার ম্যাঞ্চেস্টারে সিরিজের দ্বিতীয় টি-২০। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে অনেক ঘটনাবহুল ম্যাচ আছে ভারতের। বৈভবের অভিষেক হলে সেটাও ইতিহাসের পাতায় উঠবে। কিন্তু টিম ম্যানেজমেন্ট সেটা করবে? কে জানে। ইতিমধ্যেই সুনীল গাভাসকর, রবিচন্দ্রন অশ্বিনের মতো প্রাক্তনরা বৈভবকে খেলাও বলে আওয়াজ তুলেছেন। রবি শাস্ত্রীও বলেছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বৈভবকে খেলানো উচিত। কিন্তু গৌতম গম্ভীর নিজের ছাড়া কারও কথা শোনেন না!

অভিষেক শর্মা, সঞ্জু ও ইশানের উপর অগাধ আস্থা কোচের। তিনি এই তিন অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে বাদ দিয়ে নতুন মুখ ঢোকাতে চান না। অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারও বলেছেন, এই মুহূর্তে তাঁদের হাত-পা বাঁধা। সিনিয়রদের আগে খেলাতেই হবে। কারণ, এরাই দেশকে বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন। বুধবার প্রথম ম্যাচে অভিষেক রান করেছেন। অধিনায়ক শ্রেয়সও আয়ারল্যান্ডে ব্যর্থ হওয়ার পর হাফ সেঞ্চুরি করেন। চেস্টার লি স্ট্রিটে ভারত প্রথমে ব্যাট করে ১৮৯ রান করেছিল। তবে বৃষ্টি নেমে পড়ায় আর খেলা হয়নি।

মুশকিল হচ্ছে মিডল অর্ডারে তিলক ভার্মা, অক্ষর প্যাটেল রান করতে পারছেন না। স্পিনের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যাটিং প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। যে সময়টা তিনি খেলেন সেই ৭-১৫ ওভার একটা দলের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই সময়েই ভারতীয় ব্যাটিং বারবার চাপে পড়ে যাচ্ছে। স্পিনের বিরুদ্ধে শিবম দুবে আর অক্ষর যেখানে স্বচ্ছন্দে খেলে দিচ্ছেন সেখানে তিলক ব্যর্থ হচ্ছেন। প্রশ্ন উঠছে বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক সূর্যকে যদি শ্রেয়সের জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে হয় তাহলে তিলকের জায়গায় অন্য কেউ নয় কেন।

সিনার-জকোভিচের জয়, হার আন্দ্রিভার

লন্ডন, ২ জুলাই : প্রত্যাশা মতোই উইম্বলডনের তৃতীয় রাউন্ডে উঠলেন জানিক সিনার ও নোভাক জকোভিচ। তবে মেয়েদের সিঙ্গলসের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকেই বিদায় নিলেন ফ্রেঞ্চ ওপেন চ্যাম্পিয়ন মিরা আন্দ্রিভা।

গতবারের চ্যাম্পিয়ন সিনার ৭-৬(৭/৪), ৭-৬(৭/২), ৬-৪ স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন পর্তুগালের অবাছাই খেলোয়াড় নুনো বর্জেসকে। তবে ম্যাচ জিততে রীতিমতো ঘাম ঝরাতে হল সিনারকে। দু'টি সেটের নিষ্পত্তি হয়েছে টাইব্রেকে। অন্যদিকে, টুর্নামেন্টের সপ্তম বাছাই নোভাক জকোভিচ ৬-৩, ৬-৪, ৬-২ স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিয়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বী স্টেফানোস চিচিপাসকে। কেরিয়ারের ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাবের লক্ষ্যে থাকা জকোভিচ পরের রাউন্ডে মুখোমুখি হবেন ফরাসি খেলোয়াড় আর্থার রিন্ডারনেচের।

এদিকে, মাত্র মাসখানেক আগেই ফ্রেঞ্চ ওপেন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন আন্দ্রিভা। কিন্তু ঘাসের কোর্টে পুরোপুরি ব্যর্থ হলেন। আন্দ্রিভাকে ৪-৬, ৭-৫, ৬-৪ সেটে হারিয়ে তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছেন চেক প্রজাতন্ত্রের বারবোরা ক্রেজিকোভা। মেয়েদের সিঙ্গলসের দ্বিতীয় রাউন্ডের বাধা অতিক্রম করেছেন সপ্তম বাছাই কোকো গফ। তবে তাঁকে লড়াই করতে হল। আর্জেন্টিনার অবাছাই খেলোয়াড় সোলানা সিয়েরাকে তিনি হারালেন ৬-৩, ৩-৬, ৭-৬ (১০/৭) সেটে।

এএফসিতে সহজ গ্রুপে ইস্টবেঙ্গল

প্রতিবেদন : মেয়েদের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রাথমিক পর্বে সহজ গ্রুপ পেল ইস্টবেঙ্গল। বৃহস্পতিবার মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে এএফসি হাউসে অনুষ্ঠিত ড্রয়ে আইডব্লিউএল চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে একই গ্রুপে পড়েছে আয়োজক সাবাহ এফএ (মালয়েশিয়া), রোভার্স এফসি (গুয়াম) এবং রাজশাহী স্টার্স এফসি (বাংলাদেশ)। এশিয়ার সর্বোচ্চ স্তরের এই টুর্নামেন্টে দ্বিতীয়বার খেলবেন মশাল গার্লসরা। গত মরশুমে প্রাথমিক পর্বের বাধা টপকে মূলপর্বে উঠেছিল লাল-হলুদ। সেখানে তারা খেলেছিল চিনের উহান জিয়ান্দা উইমেন্স এফসি, ইরানের বাম খাতুন এফসি এবং উজবেকিস্তানের পিএফসি নাসাফের মতো কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। আগামী ১৭ আগস্ট রাজশাহি স্টার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করবে ইস্টবেঙ্গল। পরের ম্যাচ ২০ আগস্ট রোভার্স এফসির বিরুদ্ধে। গ্রুপের শেষ ম্যাচ ২৩ আগস্ট সাবাহ এফসির বিরুদ্ধে। মোট ২৪টি দলকে ছ'টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষ দল সরাসরি মূলপর্বে উঠবে। এদিকে, বৃহস্পতিবার কলকাতা লিগের প্রস্তুতি ম্যাচে মোহনবাগান ২-০ গোলে হারিয়েছে এরিয়ানকে। গোলদাতা সুহেল ভাট ও সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীলঙ্কায় দুই টেস্ট গল ও কলম্বোতে

কলম্বো, ২ জুলাই : আগামী মাসে শ্রীলঙ্কায় দুই টেস্টের সিরিজ খেলতে যাবে ভারত। বৃহস্পতিবার সেই সিরিজের সূচি ঘোষণা করল শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড। ১৫-১৯ আগস্ট গল ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্ট। ২৩ থেকে ২৭ আগস্ট, কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে দ্বিতীয় টেস্ট। প্রসঙ্গত, ২০২৫-২৭ আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অঙ্গ এই সিরিজ। ফলে ভারতীয় দলের কাছে এই সিরিজ দারুণ গুরুত্বপূর্ণ।

২০১৭ সালের পর প্রথম শ্রীলঙ্কায় টেস্ট সিরিজ খেলতে যাচ্ছে ভারতীয় দল। শেষবার বিরাট কোহলির নেতৃত্বে ৩-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। এবারের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের সাইকেলে প্রথমবার শ্রীলঙ্কায় খেলতে যাবেন শুভমন গিলরা। দু'দলই পয়েন্ট পাওয়ার লক্ষ্যে নামবে। দু-বার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠলেও, একবারও চ্যাম্পিয়ন হয়নি ভারত। চলতি তালিকায় পঞ্চম স্থানে আছে টিম ইন্ডিয়া। এক ধাপ নীচে ছয় নম্বরে শ্রীলঙ্কা। এরপর নভেম্বর-ডিসেম্বরে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে নিউজিল্যান্ড সফরে যাবে ভারত।

গত বছর দেশের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে হারের পর, ভারতীয় ব্যাটারদের স্পিন খেলার দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল। শ্রীলঙ্কা সফরেও স্পিন সহায়ক উইকেটে খেলতে হবে শুভমনদের। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা ভারতীয় ব্যাটিং লাইন-আপ কতটা করতে পারেন, সেটাই দেখার। এদিকে চোটের জন্য এই সিরিজে সম্ভবত খেলা হবে না পাথুম নিশঙ্কার।

মেসিকে চিঠি লিখে বিশ্বকাপ ম্যাচ দেখার আমন্ত্রণ পেল খুদে ভক্ত মানু লিতভি

দাবি নেভিলের

আর্জেন্টিনাই পারে ফ্রান্সকে আটকাতে

লন্ডন, ২ জুলাই : চলতি বিশ্বকাপে অপ্রতিরোধ্য দেখাচ্ছে ফ্রান্সকে। যেভাবে একের পর এক প্রতিপক্ষকে কিলিয়ান এমবাপেরা গুঁড়িয়ে দিয়ে এগোচ্ছেন, তাতে প্রশ্ন উঠছে দিদিয়ের দেশ-র দলকে কে রুখবে? অসাধারণ ফর্মে রয়েছেন এমবাপে। ইতিমধ্যেই এবারের বিশ্বকাপে ৬টি গোল ও ২টি অ্যাসিস্ট করে ফেলেছেন। ফরাসি তারকা এখনও পর্যন্ত তিনটি বিশ্বকাপ মিলিয়ে ১৮টি ম্যাচ খেলে ১৮ গোল করেছেন। ম্যাচপিছু একটি করে গোল বিশ্বকাপের ইতিহাসে আর কোনও ফুটবলারের নেই। এমবাপেকে দুরন্ত সঙ্গ দিচ্ছেন উসমান ডেম্বেলে এবং মাইকেল ওলিসে। সব মিলিয়ে এবারের বিশ্বকাপে সবথেকে সংগঠিত দল ফ্রান্স-ই। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ডিফেন্ডার গ্যারি নেভিলও

এমবাপেদের পারফরম্যান্সে মুগ্ধ। তবে তাঁর বিশ্বাস, এই ফ্রান্সকে থামানোর ক্ষমতা রয়েছে কেবল একটি দলেরই— বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। নেভিলের বক্তব্য, খুনে মানসিকতার কারণে এই মুহূর্তে আমি শুধু আর্জেন্টিনাকেই দেখতে পাচ্ছি। যা এই ফ্রান্সকে হারাতে পারে। কারণ আর্জেন্টাইন ফুটবলারদের আগ্রাসী মনোভাব, জেতার তীব্র খিদে ও অভিজ্ঞতা। নেভিল আরও বলেছেন, এবারের বিশ্বকাপে যে-ক'টা দল খেলছে, তার মধ্যে ফ্রান্সকে বাদ দিলে একমাত্র আর্জেন্টিনার খেলার মধ্যেই বাঁধুনি এবং জমাটভাব রয়েছে। ইংল্যান্ড, স্পেন, পর্তুগালের মতো দলগুলোও চমক দিতে পারে। তবে আমার ধারণা, ফরাসিদের দৌড় থামানোর ক্ষমতা ও দক্ষতা একমাত্র আর্জেন্টিনার আছে।

সতর্ক মেসিরা, রূপকথা চান ভোজিনহা

কেপ ভার্দের মুখোমুখি হওয়ার আগে আর্জেন্টিনার প্র্যাকটিসে মেসি।

মায়ামি, ২ জুলাই : মায়ামি গার্ডেন্স লিয়োনেল মেসির ক্লাব ফুটবলের ডেরা। 'ঘরের মাঠে' বিশ্বকাপ ধরে রাখার মিশনে নক আউট পর্ব শুরু করছেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক এবং তাঁর বিশ্বজয়ী টিম আর্জেন্টিনা। শেষ ৩২ রাউন্ডে মেসিদের সামনে নবাগত কেপ ভার্দে। কিন্তু বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম দেশ হিসেবে টুর্নামেন্টের নক আউট পর্বে জায়গা করে নেওয়া পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে অবস্থিত আতলান্তিক মহাসাগরের এই দ্বীপরাষ্ট্র শুধু নিজেদের পরিচিতিই বাড়ায়নি, বরং পুরো দ্বীপরাষ্ট্রটিকে বিশ্বমঞ্চে নতুন করে তুলে ধরেছে। বিশ্বকাপে অভিষেকেই অপরাজিত থেকে নক আউটে পা রেখেছে কেপ ভার্দে। যাদের নিয়ে রীতিমতো সতর্ক মেসিদের কোচ লিয়োনেল স্কালোনি। তাঁর শিষ্যদের সাবধান করে দিয়েছেন আর্জেন্টিনার হেড স্যার।

স্পেন, উরুগুয়ের গ্রুপে থেকেও মাত্র দু'টি গোল হজম করেছে তারা। আর্জেন্টিনা মাত্র একটি। কেপ ভার্দের গোল অক্ষত রাখার কারিগরের একজন অবশ্যই গোলকিপার ভোজিনহা। চল্লিশ বছরের এই ফুটবলার এবং ডিফেন্ডার রবার্তো লোপস ওরফে পিকো দলকে অপরাজিত রেখে নক আউটে তুলতে সাহায্য করেছেন। দু'জনেই মেসির সঙ্গে দ্বৈরথের অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন।

ইউরোপ-সেরা স্পেনকে প্রথম ম্যাচেই আটকে দিয়েছিল ভোজিনহার বিশ্বস্ত হাত। গোটা ম্যাচে আট সেভে নায়ক। কেপ ভার্দের মুখ ভোজিনহা এবার বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে দিয়ে রূপকথা লিখতে চান। বৃহস্পতিবার এক্সে জাতীয় পতাকার ছবি দিয়ে ভোজিনহা সমর্থকদের উদ্দেশে লিখেছেন, আপনাদের সবার সমর্থনে আমরা একসঙ্গে ইতিহাস গড়ব। এরপর অনুশীলনের পর কেপ ভার্দের গোলকিপার বলেছেন, মেসি ও আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে খেলাটা যে কোনও ফুটবলারের কাছেই স্বপ্ন। আমরা প্রস্তুত।

ডিফেন্ডার রবার্তো লোপসের মা জুডি লোপস বলেছেন, পিকো সবসময় চাপের মুখে ভাল খেলে। যে কোনও পরিস্থিতিতে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী থাকে। মেসির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জটা ও উপভোগ করবে। জিততে হলে লোপস এবং ভোজিনহা বাধা টপকাতে হবে মেসিদের। একইসঙ্গে বুবিস্তার দলের শক্তিশালী উইং প্লে আটকে নিজেদের দুর্গ অক্ষত রাখতে রক্ষণও জমাট রাখতে হবে আর্জেন্টিনাকে। ম্যাচের আগের দিন অনুশীলনে যে প্রথম একাদশ পরখ করে নিয়েছেন স্কালোনি, তাতে রক্ষণে চার ব্যাক হতে পারেন লিসান্দ্রো মার্টিনেজ, রোমেরো, মোলিনা ও মেদিনা। মাঝমাঠে আলমাদা, এনজো, ম্যাক অ্যালিস্টার, ডি পল, আক্রমণে মেসি ও লউতারো।

কোচ স্কালোনি বলেছেন, কেপ ভার্দে আমাকে অবাক করেনি। কারণ, তারা ভাল দল। আমাদের জন্য পরিস্থিতি কঠিন করে তুলবে।

সালাহর সামনে অস্ট্রেলিয়া

সুইজারল্যান্ডের মুখোমুখি আলজিরিয়া

ডালাস ও ভ্যাঙ্কুভার, ২ জুলাই : শুক্রবার ডালাসে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে রাউন্ড ৩২-র ম্যাচ খেলতে নামছে মিশর। তার আগে দলকে স্বস্তি দিচ্ছে মহম্মদ সালাহর ফিটনেস। ইরানের বিরুদ্ধে গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন সালাহ। পুরো ম্যাচ খেলতে পারেননি। যদিও মিশর শিবিরের জন্য সুখবর, সতীর্থদের সঙ্গে চুটিয়ে অনুশীলন করছেন প্রাক্তন লিভারপুল তারকা।

মিশরের কোচ হোসাম হোসেনও আত্মবিশ্বাসী, অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ খেলতে সালাহর কোনও সমস্যা হবে না। তিনি বলছেন, সালাহর চোট গুরুতর নয় আমি ওর সঙ্গে কথা বলেছি। শুক্রবারের ম্যাচটা আমাদের জন্য প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ। সালাহ বলেছে, ও মাঠে নামার জন্য ফিট। প্রসঙ্গত, অস্ট্রেলিয়াকে হারালেই, প্রথমবার বিশ্বকাপের শেষ ষোলোও খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে মিশর। এদিকে, জাপানের বিদায়ের পর, এশিয়ার একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে বিশ্বকাপে টিকে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। যে কোনও মূল্যে মিশরকে হারিয়ে

সতীর্থদের সঙ্গে প্র্যাকটিসে সালাহ।

পরের রাউন্ডে ওঠার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন সকারুরা।

অন্যদিকে, শুক্রবারই রাউন্ড অফ ৩২-র ম্যাচে সুইজারল্যান্ড নামছে আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে। সুইসরা যেখানে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে নক আউটে উঠেছে। সেখানে আলজিরিয়া ছাড়পত্র পেয়েছে সেরা আটটি তৃতীয় দলের অন্যতম হয়ে। কাগজে-কলমে সুইজারল্যান্ডই ফেভারিট। যদিও চমক দিতে তৈরি আলজিরিয়াও।

ব্রাজিল ম্যাচ নিয়ে উত্তেজিত হালান্ড

ডালাস, ২ জুলাই : ২৮ বছর পর বিশ্বকাপ খেলতে এসেই শেষ ষোলোয় জায়গা করে নিয়েছে নরওয়ে। ভাইকিংদের সামনে এবার পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। আর্লিং হালান্ড বলছেন, আমার কাছে পুরোটাই অবিশ্বাস্য লাগছে। ব্রাজিলের মতো দলের মুখোমুখি হওয়াটাও অবিশ্বাস্য অনুভূতি। উত্তেজনায় ফুটছি। তবে ওই ম্যাচ নিয়ে খুব বেশি মাথা না ঘামিয়ে এই মুহূর্তটা উপভোগ করতে চাই। ব্রাজিলকে হারিয়ে তাঁদের কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার সম্ভাবনা কতটা? এক মুহূর্ত ভেবে নরওয়ে ফরোয়ার্ড জবাব দিয়েছেন, খুব কম। অভিষেক বিশ্বকাপে জাত চেনাচ্ছেন হালান্ড নিজেও। ইতিমধ্যেই পাঁচ-পাঁচটি গোল করে ফেলেছেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটি তারকা। জাতীয় দলের জার্সিতে ৫৩ ম্যাচে হালান্ডের গোলসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০টি! নরওয়ের কোচ স্তালে সলবাকেন বলছেন,আমার মতে, হালান্ড-ই বিশ্বের সেরা স্ট্রাইকার। ওকে ঘিরেই আমরা স্বপ্ন দেখছি। আইভরি কোস্টের বিরুদ্ধেও গোল করে ও-ই দলকে শেষ ষোলোয় তুলেছে। নরওয়ের অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ড বলছেন, শেষ ষোলোয় পৌঁছে দারুণ খুশি এবং নিজেদের গর্বিত মনে করছি। আশা করি, পরের ম্যাচেও নিজেদের উপরে আস্থা রাখব এবং সমর্থকদের আনন্দ দিয়ে যাব। কঠিন ম্যাচ হতে চলেছে। আন্তর্জাতিক ফুটবলে ব্রাজিলের থেকে বড় প্রতিপক্ষ নেই। একজন ফুটবলারের কাছে এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ চ্যালেঞ্জ। পরিসংখ্যান বলছে, দু'দল শেষবার বিশ্বকাপে মুখোমুখি হয়েছিল ১৯৯৮ সালে। সেবার সেনেকাওদের ২-১ গোলে হারিয়ে চমক দিয়েছিল ভাইকিংরা। ২৮ বছর আগের সেই হারের বদলা কি নিতে পারবেন ভিনিসিয়াস জুনিয়াররা!

ভাইকিং ক্যাপ মাথায় হালান্ড।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হারতেই গন্ডগোল! বর্তমান কোচ ও সাপোর্ট স্টাফেরা না সরলে আর সেনেগালের হয়ে খেলবেন না বলে হুমকি পাপে গিউয়ের

মাঠে ময়দানে

3 July, 2026 • Friday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৩ জুলাই ২০২৬
শুক্রবার

সেনেগালের হৃদয় ভাঙল বেলজিয়াম

বেলজিয়াম ৩ সেনেগাল ২

ম্যাচের সেই নাটকীয় মুহূর্ত। টিয়েলম্যান্সকে মাটিতে ফেলে দিলেন লামিন কামারা। তাতেই পেনাল্টি ও খেলার ফয়সলা।

সিয়াটেল, ২ জুলাই : এভাবেও ফিরে আসা যায়! দেখাল বেলজিয়াম। কোচ রুডি গার্সিয়া বলছেন, এই খেলাকে ঘিরে আছে একরাশ আবেগ। যা ম্যাচে প্রতিমুহূর্তে অনুভূত হয়েছে।

সঙ্গে যোগ করেছেন, সেনেগালকে হারিয়ে তাঁর দল আরও শক্তিশালী হল। আরও সংঘবদ্ধ হল। সিয়াটেলের এই ম্যাচে সেনেগাল এক সময় শুধু দু'গোলে এগিয়ে ছিল না, তাদের জন্য পরের ধাপও নিশ্চিত দেখাচ্ছিল। কিন্তু বহুযুদ্ধের নায়ক রোমেলু লুকাকু আর অধিনায়ক ইউরি টিয়েলম্যান্স শেষদিকে ম্যাচের ছবি বেমালুম বদলে দিয়েছেন। অতিরিক্ত সময়ে ম্যাচের ১২৫ মিনিটে টিয়েলম্যান্স পেনাল্টি থেকে গোল করে শুধু সেনেগালিদের হৃদয় ভেঙে দেননি, বলা হচ্ছে বিশ্বকাপের ইতিহাসে এরকম কামব্যাকের নজির নাকি খুব বেশি নেই। কথাটা ভুল বলা যাবে না।

বেলজিয়াম কোচ খেলার পর বলেছেন, যখন আপনি ৮৩ মিনিট পর্যন্ত ০-২ গোলে পিছিয়ে আছেন, সেখান থেকে ফিরে আসা সহজ ব্যাপার নয়। আমি ছেলেদের বলেছিলাম তোমরা আগে একটা গোল করো। তারপর অনেক কিছু হতে পারে। সেটাই হয়েছে। আমরা ম্যাচের দরজা খুলে দিয়েছিলাম। এখন এটাও পরিষ্কার যে টুর্নামেন্টের শেষ বাঁশি অবধি যা খুশি ঘটতে পারে।

সেনেগাল কিন্তু শুরু থেকেই ম্যাচের দখল রেখেছিল। লিওনার্দো ট্রোসার্ড প্রথমে একটা ঝটকা দিয়েছিলেন। সেই ধাক্কায় কেঁপে যাওয়া বেলজিয়ামকে অতঃপর দুই গোল চাপিয়ে দেয় আফ্রিকান সিংহরা। প্রথমে ইসমালিয়া সারের শট পোস্টে প্রতিহত হয়। তারপর সাদিও মানের ক্রস থেকে ১-০ করে দেন হাবিব দিয়ারা। পরের গোল বিরতির ঠিক পরে। যখন লং বল থেকে ঠান্ডা মাথায় থিবো কুর্তুয়ার পাশ দিয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন সার। এটা টুর্নামেন্টে তাঁর চতুর্থ গোল।

শেষদিকে মরিয়া বেলজিয়াম তেড়েফুঁড়ে খেলেছে। ২-২ হয়ে যাওয়ার পর টিয়েলম্যান্সকে বক্সের ভিতর ফেলে দিয়েছিলেন লামিন কামারা। টিয়েলম্যান্স গোল করে বেলজিয়ামের টানা ১৭ ম্যাচে অপরাজিত থাকার রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রাখেন। ১৮ মাস আগে এই বিশ্বাস থেকে গার্সিয়া বেলজিয়ামের দায়িত্ব নিয়েছিলেন যে এই দলের মধ্যে সম্ভাবনা আছে। এখন তিনি বলছেন তাঁর ছেলেরা ইতিহাস গড়েছে। এদিকে, হারের পর সেনেগালের প্রেসিডেন্ট বাসিরো ডিওমায়ে ফায়ে ফুটবলারদের বার্তা গিয়েছেন, গোটা দেশ তোমাদের পাশে আছে। তাঁর বক্তব্য হল, এই যাত্রা এখানে শেষ হল। কিন্তু বিশ্বকাপের শিক্ষা সামনের পথ চলায় দিশা দেখাবে।

সাংবাদিক বৈঠকে বাবাকে হারানোর খবর কঙ্গো কোচকে

আটলান্টা, ২ জুলাই : কিছুক্ষণ আগেই তাঁর দল বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়েছে। প্রথাগত সাংবাদিক বৈঠকে এসেছিলেন ডিআর কঙ্গোর কোচ সেবাস্তিয়ান দেসাব্রে। কিন্তু প্রশ্ন-উত্তর পর্ব চলাকালীনই বাবার মৃত্যুসংবাদ পান কঙ্গো কোচ। সাংবাদিকদের একের পর এক প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন ফ্রান্সের নাগরিক দেসাব্রে। হঠাৎই মিডিয়া অফিসার ঘোষণা করেন, সকলকে ধন্যবাদ। কিন্তু একটা ঘোষণা রয়েছে। কোচের পিতৃবিয়োগ হয়েছে। ওঁকে সমবেদনা। এই কথা শুনে প্রথমে থমকে যান দেসাব্রে।

আমাকে ক্ষমা করবেন। একথা বলেই উঠে যান তিনি। সেখানেই শেষ হয়ে যায় সাংবাদিক বৈঠক। এই পুরো ঘটনা লাইভ চলছিল। সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

কয়েক সেকেন্ড বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তিনি। পরিস্থিতি সামলে নিয়ে তিনি বলেন, আমাকে ক্ষমা করবেন। একথা বলেই উঠে যান তিনি। সেখানেই শেষ হয়ে যায় সাংবাদিক বৈঠক। এই পুরো ঘটনা লাইভ চলছিল। সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। কোচের কঠিন সময়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে ফুটবল মহল। অনেক ফুটবলার ও সমর্থক তাঁকে সমবেদনা জানিয়েছেন।

বিশ্বকাপে আজ

সুইজারল্যান্ড বনাম আলজিরিয়া
(সকাল ৮.৩০, ভ্যাঙ্কুভার)
মিশর বনাম অস্ট্রেলিয়া
(রাত ১১.৩০, ডালাস)
আর্জেন্টিনা বনাম কেপ ভার্দে
(শুক্রবার রাত ৩.৩০, মায়ামি)

সরাসরি ইউনাইট ৮ স্পোর্টসে

বালোগুন বিতর্কে দশজনে খেলেও জিতল আমেরিকা

আমেরিকা ২ বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা ০

সান ফ্রান্সিসকো, ২ জুলাই : বন্দিত না নিন্দিত—আমেরিকার দর্শকরা কীভাবে মূল্যায়ন করবেন ফ্লোরিয়ান বালোগুনকে? মোনাকোর ২৪ বছরের এই দুরন্ত ফরোয়ার্ড এদিন গোল করেছেন, আবার লাল কার্ড দেখে দলকে বিপদে ফেলেছেন। তবে দিনের শেষে অবশ্যই খুশিই থাকার কথা বালোগুনের। কারণ, ১০ জনে খেলেও ঘরের মাঠে বিপুল সমর্থন নিয়ে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাকে ২-০ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের শেষ ষোলো নিশ্চিত করেছে আমেরিকা। কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে যুক্তরাষ্ট্র খেলবে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে। বিশ্বকাপে তৃতীয় গোল করে ফেলা বালোগুনকে সেই ম্যাচে পাবে না আমেরিকা।

মেক্সিকো ও কানাডার পর বিশ্বকাপের তৃতীয় আয়োজক দেশ আমেরিকাও শেষ ষোলোয়। ২০০২-এর পর আবার বিশ্বকাপের নক আউটে এগোল তারা। গোটা ম্যাচে দাপট দেখিয়েছে আমেরিকা। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা রক্ষণে প্রাচীর তুলে বাঁচার চেষ্টা করলেও প্রথমার্ধের একেবারে শেষে তাদের দুর্গ ভেঙে পড়ে। বসনিয়ার রক্ষণের ভুলে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন বালোগুন। তবে ৬৪ মিনিটে সেই বালোগুনই লাল কার্ড দেখেন।

বিশ্বকাপের নক আউটে গোল ও লাল কার্ড এর আগে ছিল শুধু জিনেদিন জিদানের। যদিও বালোগুনের লাল কার্ড নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। প্রথমে হলুদ কার্ড দেখালেও ভিএআরে ঘটনাটি দেখে সিদ্ধান্ত বদলান রেফারি। প্রায় আধঘণ্টা ১০ জনের আমেরিকাকে পেয়েও ম্যাচে ফিরতে পারেনি বসনিয়া। বরং ৮২ মিনিটে দুর্দান্ত এক ফ্রি-কিক থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মালিক টিলম্যান। এই গোলেই জয় নিশ্চিত হয় আমেরিকার।

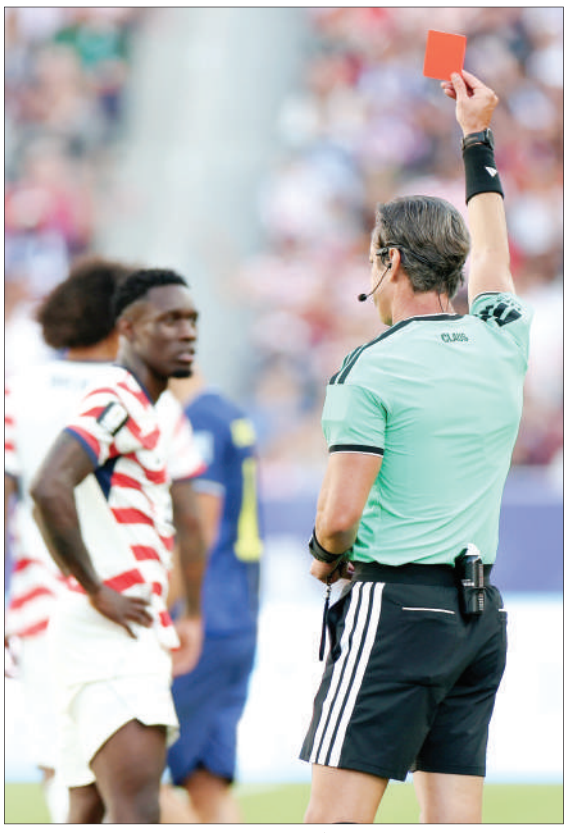

বালোগুনকে লাল কার্ড, এরপরই মাঠ ছাড়তে হল তাঁকে।

মাঠে ময়দানে

3 July, 2026 • Friday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছবিতে বিশ্বকাপ